শিক্ষক ছাড়া কুরআন শিক্ষার সহজ পদ্ধতি

كيف اتلو القرآن الكريم

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

كيف أتلو القرآن الكريم؟

শিক্ষক ছাড়া

কুরআন

শিক্ষার সহজ পদ্ধতি

আবু আহমাদ সাইফুদ্দীন বেলাল

সম্পাদনা

উমার ফারুক আব্দুল্লাহ

আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার

বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব

দ্বিতীয়:সংস্করণ-১৪৩২হিঃ

সূচীপত্র

ভূমিকা

প্রশংসা মাত্রই আল্লাহর জন্য। যিনি মানব জাতির মুক্তির দিশারী হিসাবে নাজিল করেছেন আল-কুরআন। দরুদ ও সালাম আমাদের প্রিয় হাবীব মুহাম্মদ (দ:)-এর প্রতি যাঁর চরিত্র ছিল আল-কুরআন। তিনি (দ:) বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি হলো: যে নিজে কুরআন শিখে এবং অন্যদেরকে শিক্ষা দেয়।" আরো বর্ষিত হোক শান্তির ধারা তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণ এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সকল উত্তম অনুসারীদের প্রতি।

১৪২৭ হিজরী সালের পবিত্র রমজান মাস। হঠাৎ করেই মনে জাগল কুরআন নাজিলের মাস রমজান। এ মাসে কুরআনের কিছু খিদমত করতে পারলে জীবনটা ধন্য হত। তাই সাধারণ মুসলিম ভাই ও বোন এবং ছোটদের কুরআন পড়ার জন্য আধুনিক বাংলা নিয়মে একটি বই লেখার দৃঢ় সংকল্প করি। বিলম্ব না করে সে দিনেই এ মহৎ কাজ আরম্ভ করি। যার ফলশ্রুতিতে আজকের এই বইটির অবতারণা।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআন আমাদের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পবিত্র বড় আমানত। কিছু মুফাসসীরগণের মতে, আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালা এই প্রবিত্র মহাআমানত বহন করতে অপরগতা স্বীকার করে। বাবা আদম (আ:) জান্নাতে থাকা অবস্থায় মহান আমানতের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। আল্লাহ তা'য়ালা আদম (আ:)-এর সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান সর্বশেষ নবী ও রসূল মুহাম্মদ (দ:)-এর প্রতি সর্বশেষ কিতাব রমজানের লাইলাতুল কদরে অবতীর্ণ করেন। দীর্ঘ ২৩ বছরে পূর্ণ কুরআনের নাজিল সম্পন্ন হয়। কিয়ামত পর্যন্ত কুরআন অপরিবর্তন ও অবিকৃত থাকবে; কারণ আল্লাহ তা'য়ালা তাঁর কিতাবের হেফাজতের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন।

আল-কুরআন কিয়ামতের দিন তার পাঠকদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। আর যারা এ কিতাবকে ত্যাগ করবে তথা পাঠ

করবে না, এর উপর আমল ও এ দ্বারা বিচার ফয়সালা এবং মেনে চলবে না তারা কিয়ামতের মাঠে কুরআন ত্যাগকারী বলে বিবেচিত হবে তখন তাদের বাঁচার উপায় কি হবে???!!!

এই পবিত্র আমানত রক্ষার জন্য আমাদের প্রত্যেকের প্রতি চারটি কাজ জরুরি।

১. কুরআন মজীদের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত শিখে নিয়মিত পাঠ করা।
২. কুরআনুল কারীমের যে অর্থ ও তফসীর রসূলুল্লাহ (দ:) তাঁর সাহবাগণকে শিক্ষা দিয়েছিলেন তাঁদের পরে তাবে'য়ী ও ইমামগণ তাই শিখে ছিলেন। আমাদেরকেও সেই সঠিক অর্থ ও তফসীর জানা।
৩. সঠিক অর্থ ও তফসীর জেনে প্রতিটি বিষয়ে তার প্রতি যথাযত আমল করা।
৪. নিজেরা আমল করলেই চলবে না বরং অন্যদেরকেও কুরআনের দা'ওয়াত ও তাবলীগ করা।

বিশুদ্ধভাবে কুরআন তেলাওয়াত শিখার জন্য প্রতিটি ভাষায় কিছু পুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ মুসলিম দেশ। পৃথিবীতে প্রায় ৩৫ কোটি বাংলাভাষী মানুষ রয়েছে, যাদের অধিকাংশ মুসলিম। বাংলাভাষী মুসলিম ভাইদের কুরআন শিক্ষার প্রতি চরম আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আজ স্বাধীনতার প্রায় ৩৮ বছর পরেও আমাদেরকে যাঁরা কুরআনের তা'লিম তথা শিক্ষা দেন তাঁদের শিংহভাগ আজও উর্দু ও ফার্সী নিয়ম থেকে অতিক্রম করতে পারেননি। উর্দু ও ফার্সী নিয়মে আধুনিক নাম দিয়ে বাজারে বিভিন্ন ধরনের বহু বই-পুস্তক রয়েছে।

আরো বড় আশ্চর্য লাগে আরবি কুরআন শিক্ষার জন্য আরবি ও বাংলা ভাষার মাঝে শিক্ষার্থীদের মাথার উপর উর্দু-ফার্সীর বোঝা চাপানো দেখে। এ ছাড়া আরো আশ্চর্যের কথা হলো: যখন এক শ্রেণীর মানুষ উর্দু-ফার্সী নিয়মকেই আরবি বলে চালিয়ে দেন। আর উর্দু-ফার্সীর

ঝামেলা নয় বরং সরাসরি আরবি টু বাংলার নতুন দিগন্ত উম্মচন করতে আমাদের এ ছোট প্রয়াস।

প্রতিটি ভাষায় যেমন আছে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ। অনুরূপ আরবি ভাষাতেও আছে কিছু স্বরবর্ণ, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আরবি ভাষায় মোট ব্যঞ্জনবর্ণ ২৮ বা ২৯টি। আর স্বরবর্ণ দুই প্রকার। (এক) হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটি যথা: আকার (া), ই-কার (ি), উ-কার (ু)। (দুই) দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি যথা: দীর্ঘ আকার (াা) [এর ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই], ঈ-কার (ী) ও ঊ-কার (ূ)। এ ছাড়া তিনটি স্বরধ্বনি রয়েছে যথা: হস্ চিহ্ন (্), দ্বিত্ব চিহ্ন (ّ) ও তানবীন তথা নূন সাকিন যার প্রকাশ হবে: (ـٌـ ـٍـ ـًـ) এভাবে।

কুরআন শিক্ষর জন্য চারটি কাজ:

১. আরবি ভাষার ২৮/২৯টি ব্যঞ্জনবর্ণের সঠিক নাম, সঠিক উচ্চারণ ও একটি অপরটি হরফের মাঝের পার্থক্য জানা।
২. ব্যঞ্জনবর্ণকে পড়ার জন্য তিনটি হ্রস্ব ও তিনটি দীর্ঘ স্বরবর্ণ জানা।
৩. স্বরবর্ণের সহযোগী আরো তিনটি স্বরধ্বনি তথা: হস্ চিহ্ন ও দ্বিত্ব চিহ্ন এবং তানবীন জানা।
৪. বেশি বেশি করে অনুশীলন করা।

উপরের চারটি কাজ যিনি করবেন তিনি আল্লাহ তা'য়ালার সরল-সহজ কিতাব তেলাওয়াত নিশ্চয় শিখবেন। এ ছাড়া স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিযুক্ত আরবি দোয়া ও হাদীসও পাঠ করতে পারবেন বলে আমরা ১০০% নিশ্চিত।

বইটির চারটি অংশ রয়েছে: (এক) কুরআনের পরিচিতি। (দুই) কুরআন শিক্ষার সহজ ব্যাকরণ। (তিন) তাজবীদ অংশ। (চার) কুরআন সম্পর্কে প্রায় একশত প্রশ্নের উত্তর। পূর্ণ বইটি প্রথম সংস্করণে ছাপা হয়েছে। এখানে আমরা যারা প্রথম থেকে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক তাদের জন্য নতুনভাবে প্রকাশ করা হলো।

বইটির কিছু বৈশিষ্ট্য:

১. কুরআন পাঠের জন্য বাংলা ভাষার সাথে সমঞ্জস্যপূর্ণ একটি বই।
২. কুরআন শিক্ষার ব্যাকরণ সম্মত একটি কিতাব।
৩. সরাসরি আরবি টু বাংলার ব্যবহার।
৪. উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা মুক্ত একটি বই।
৫. প্রতিটি পাঠে কুরআন ও আরবি ভাষার শব্দ দ্বারা উদাহরণ।
৬. প্রতিটি পাঠে অনুশীলনী ও সহজে বুঝার জন্য বিভিন্ন রঙের ব্যবহার।
৭. সিডির সাহায্যে শিক্ষক ছাড়া ঘরে বসে কুরআন শিখার সুব্যবস্থা।
৮. সৌদি আরবের বাদশাহ ফাহাদ ইবনে আব্দুল আজিজ (রহ:)-এর কুরআন প্রিন্টিং প্রেস হতে আরবি নিয়মে ছাপা কুরআন পড়ার সমস্যা দূরকরণ।

নিজের ও বহু সংখ্যক বাংলাভাষীদের মধ্যে দীর্ঘ দিনের লুকায়িত প্রশ্ন আরবি ও বাংলার মাঝে উর্দু ও ফার্সীর ঝামেলা কেন? ইহা দূর করতে উদ্যোগী হতে পেরে এবং একেবারে প্রথম থেকে কুরআন শিখতে ইচ্ছুক ও সোনামণিদের হাতে এই ছোট মূল্যবান উপহার তুলে দিতে পেরে আল্লাহ তা'য়ালার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বইটি দেশের স্কুল, মাদ্রাসা, মসজিদ ও সৌদি আরবের ইসলামিক সেন্টারগুলোতে সিলেবাসভুক্ত করার জন্য পরামর্শ রইল।

বইটি সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রযোজ্য। তবে নিজের প্রিয় মাতৃভাষা বাংলায় কিছুটা দখল থাকলে অতিদ্রুত ও সহজে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পাঠ করা সম্ভব। যদি এই বইটি এবং এর সিডি সংগ্রহ করতে পারেন তবে ইন শাা' আল্লাহ ১০০% নিশ্চিত যে, আপনি পৃথিবীর যেখানেই থাকুন না কেন শিক্ষক মহোদয় আপনার সাথেই আছেন।

বইটির দ্বিতীয়বার প্রকাশ করতে পারায় আমরা আল্লাহ তা'য়ালার মহান দরবারে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। সম্মানিত পাঠক মহোদয় ইহা থেকে উপকৃত হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে। যাঁরাই এ মহৎ কাজে সহযোগিতা করেছেন এবং যে সকল লেখকের বই-পুস্তক দ্বারা

সাহায্য গ্রহণ করেছি তাদের সকলকে আমাদের সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাই। আর আল্লাহ তা'য়ালা তাঁদের সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন এই যে, সংশোধনের কাজ কোন দিনও চূড়ান্ত হবার নয়। অতএব, বইটি পড়ার সময় কোন ভুল-ক্রুটি বা ভ্রম কারো দৃষ্টিগোচর হলে অথবা কোন নতুন ও ভাল প্রস্তাব থাকলে তা আমাদেরকে অবহিত করালে সাদরে গৃহীত হবে এবং তাঁদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকব। আর পরবর্তী সংস্করণে যথাযথভাবে তা বিবেচনা করা হবে।

হে আল্লাহ! আমাদের এই মহতী উদ্যোগ ও ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন!

আবু আহ্‌মাদ সাইফুদ্দীন বেলাল
আল-আহসা ইসলামিক সেন্টার,
বাংলা বিভাগ, সৌদি আরব।
০১/০৯/১৪৩২হি:
০১/০৮/২০১১ইং
মোবইল:০৫০২৪৫৬৬১৭

পরামর্শ

প্রিয় শিক্ষক মহোদয়, শিক্ষার্থী ও বাবা-মা যাঁরাই বইটি পড়বেন বা পড়াবেন তাঁদের জন্য নিম্নে কিছু জরুরি পরামর্শ দেয়া হলো। আশা করি পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে আল্লাহ চাহে আপনার কাঙ্খিত আশা পূরণ হবে।

১. সর্বপ্রথম এ কথা মনে রাখবেন যে, আল্লাহর কিতাব কুরআনুল কারীম সবচেয়ে সহজ একটি কিতাব। [সূরা কামার:১৭] কোন প্রকার ভয় পবেন না বা আতঙ্ক সৃষ্টি করবেন না।
২. নিজের মাতৃ ভাষার মত সহজ করে পড়ার চেষ্টা করবেন। কোন প্রকার মাথা বা ঘাড় কিংবা চোখ না নড়িয়ে এবং সর্বপ্রথম হতেই জিহবা ও শব্দকে স্বাভাবিক রেখে পড়ার বা পড়ানোর অভ্যাস করবেন বা করাবেন।
৩. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো পড়ার সাথে সাথে প্রতিটি পাঠ লেখতে বা লেখাতে হবে। এ ছাড়া প্রতিটি অনুশীলনী গুরুত্ব সহকারে বুঝার ও লেখা বা লেখার চেষ্টা করতে হবে।
৪. একটি পাঠ পূর্ণভাবে না শিখার পূর্বে পরবর্তী পাঠ শিখা বা শিখানোর অপচেষ্টা করবেন না। আর প্রতিটি পাঠ লেখার ব্যাপারে মনোযোগী থাকবেন।
৫. ব্যঞ্জনবর্ণ সঠিকভাবে শিখতে পারলেই হাতে কুরআন নিয়ে অক্ষরগুলো চিহ্নত করার চেষ্টা করবেন। হরফ চিনতে সমস্যা না হলে মনে রাখবেন আপনি এখন শতকরা পঞ্চাশ ভাগ কুরআন পড়া শিখে গেছেন।
৬. স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যখন আয়ত্ব করতে পারবেন তখন আর এক ধাপ অগ্রসর হয়ে কুরআনে তা অনুশীলন করার চেষ্টা করবেন। যদি স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহ্নত করতে পারেন তাহলে আপনি আরো বিশ ভাগ যোগ করেন। অর্থাৎ–এখন আপনি (৫০+২০=৭০) ভাগ কুরআন পড়তে পারছেন।

৭. এবার আপনি বানান করে মিলানোর জন্য বেশি বেশি অনুশীলন করুন। অনুশীলন করার নিয়ম হলো: যে কোন একটি ছোট সূরা বা একটি আয়াত নির্দিষ্ট করে সর্বপ্রথম ব্যঞ্জনবর্ণগুলো কমপক্ষে ১০বার চিহ্নত করুন। এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনিগুলো ১০বার পড়ার চেষ্টা করুন। অত:পর বানান করে মিলিয়ে পড়া আরম্ভ করুন।

৮. মনে রাখবেন এ অবস্থায় রাস্তায় গাড়ি না চালিয়ে খোলা মাঠে গাড়ি চালাবের চেষ্টা করবেন। অর্থাৎ–এ সময় ভুল-ভ্রান্তি হলে তাতে কোন অসুবিধা নেই বরং দ্বিগুণ সওয়াব পাবেন।

৯. কুরআন শিখা গাড়ি চালানো শিখার মত। যে যত ভয় কম করবে সে ততো তাড়িতাড়ি গাড়ি চালা শিখবেন। অল্প জায়গায় বেশি বেশি গাড়ি চালাবেন আল্লাহ চাহে এরপর বড় রাস্তায় দ্রুতি গতিতে গাড়ি চলবে।

১০. সম্মানিত বাবা-মা! আপনার সোনামণীদেরকে সহজভাবে কুরআন শিখানোর জন্য নিজেরা প্রথমে বইটি একবার ভালকরে পড়ে নিবেন। এরপর বাংলার সাথে আরবির অনেকটাই মিল রয়েছে তা বাচ্চাদেরকে বুঝিয়ে দিবেন। আর বিশেষ করে সিডিতে যেভাবে সহজে পড়ার পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে তা বুঝে করার চেষ্টা করবেন।

১১. সর্বদা উৎসাহিত করবেন; ভুল করেও কখনো নিরুৎসাহ করবেন না। হতাশ হওয়া বা ভয় দেখানো কিংবা করাই হলো কুরআন না শিখতে পারার সবচেয়ে বড় কারণ।

১২. কখনো ভুলকরে প্রথমে আরবি অক্ষরের মাখরাজ শিখে বা শিখানোর পর কুরআন শিখার চেষ্টা করবেন না।

حروف اللغة العربية

আরবি বর্ণমালা [ব্যঞ্জনবর্ণ-**Consonant**]

ث	ت	ب	ا
د	خ	ح	ج
س	ز	ر	ذ
ط	ض	ص	ش
ف	غ	ع	ظ
م	ل	ك	ق
ي	ههه ه	و	ن

- প্রতিটি ভাষায় যেমন স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। অনুরূপ আরবি ভাষায় আছে কিছু স্বরবর্ণ, স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ। আরবিতে ব্যঞ্জনবর্ণ মোট ২৮টি। আর হামজাকে আলাদা হরফ হিসাব করলে ২৯টি।
- ব্যঞ্জনবর্ণ বলে: যে বর্ণ অন্য বর্ণের তথা স্বরবর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হয় না। যেমন: ক, খ, গ----।
- স্বরবর্ণ বলে: যে বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়াই তথা নিজে নিজেই উচ্চারিত হয়। যেমন: অ, ই, উ ----।
- আলিফ স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি মুক্ত হলে মাদের হরফ। আর যুক্ত হলেই হামজায় পরিণত হয়। তাই হামজা আলাদা কোন হরফ না। আবার কেউ কেউ হামজাকে পৃথক হরফ ধরে মোট ২৯টি হরফ বলেছেন।
- پ، ٹ، چ، ڈ، ڑ، ژ، گ، ں، ے. যথাক্রমে ডান দিক থেকে পে, টে, চে, ডাল, ড়ে, ঝে, গাপ, নূনগুন্নাহ ও ইয়ায়ে মাজহুল হরফগুলো উর্দু-ফারসী ভাষায় অতিরিক্ত।
- আরবি ز জাই হরফটিকে উর্দু-ফার্সীর ژ ঝে- এর মত পড়া একটি প্রচলিত ভুল।
- ওয়াও, ইয়া ও আলিফ যদি স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি যুক্ত ছাড়া হয় তাহলে এ তিনটি অক্ষরকে “মাদের হরফ” বলে।
- বর্ণমালাগুলো ডান ও বাম এবং উপর ও নিচ দিক হতে বারবার পড়ার চেষ্টা করুন।

আরবি অক্ষরের উচ্চারণ

অক্ষর	আরবি	বাংলা	ইংরেজি	উর্দু-ফার্সী
ا	ألف	আলিফ	**Alif**	আলিফ
ب	باء	বাা’	**Baa**	বে
ت	تاء	তাা’	**Taa**	তে
ث	ثاء	ছাা’	**Thaa**	ছে
ج	جيم	জীম	**Jeem**	জীম
ح	حاء	হাা’	**Haa**	হে
خ	خاء	খ–’	**Khaa**	খে
د	دال	দাাল	**Daal**	দাাল
ذ	ذال	যাাল	**Dhaal**	যাাল
ر	راء	র–’	**Raa**	রে
ز	زاي	জ্বাই	**Zaai**	জ্বে
س	سين	সীন	**Seen**	সীন
ش	شين	শীন	**Sheen**	শীন
ص	صاد	স্ব–দ	**Saad**	স্ব–দ
ض	ضاد	য–দ	**Dhaad**	য–দ

হরফ	আরবি	বাংলা	ইংরেজি	উর্দু-ফার্সী
ط	طاء	ত্ব–’	**Taa**	ত্বোই
ظ	ظاء	য–’	**Zaa**	যোই
ع	عين	‘আইন	**Aieen**	‘আইন
غ	غين	গইন	**Ghaieen**	গাইন
ف	فاء	ফা’	**Faa**	ফে
ق	قاف	ক্ব–ফ	**Qaaf**	ক্ব–ফ
ك	كاف	কাফ	**Kaaf**	কাফ
ل	لام	লাম	**Laam**	লাম
م	ميم	মীম	**Meem**	মীম
ن	نون	নূন	**Noon**	নূন
و	واو	ওয়াও	**Waaw**	ওয়াও
ه/ هـ	هاء	হা’	**Haa**	হে
ي	ياء	ইয়া’	**Yaa**	ইয়া’

নোট:

১. আরবি ব্যঞ্জনবর্ণগুলো সঠিকভাবে জানার জন্য ৩টি জিনিস জরুরি:

(ক) প্রতিটি অক্ষরের সঠিক নাম জানা।

(খ) প্রতিটি অক্ষরের বিশুদ্ধ উচ্চারণ জানা।

(গ) অক্ষরগুলোর পরস্পরের মাঝের পার্থক্য জানা।

২. অক্ষরগুলোর পরস্পরের পার্থক্য দু'টি জিনিস দ্বারা করা হয়েছে:

(ক) আকৃতি ও রূপের দিক থেকে পার্থক্য। যেমন: ب ج غ ف ل ي

(খ) একই আকৃতির অক্ষরগুলো নোক্‌তা ব্যবহার দ্বরা পার্থক্য। যেমন: بـ نـ تـ يـ جـ حـ خـ ثـ شـ

৩. আমাদের দেশে কিছুকাল আগে বা আজও কিছু সংখ্যক মানুষ আরবি অক্ষরগুলোর উচ্চারণ উর্দু-ফার্সী অক্ষরের মত করে থাকেন। আমরা এখানে আরবি উচ্চারণের পাশাপাশি উর্দু-ফার্সী উচ্চারণও তুলে ধরেছি যাতে করে পাঠক পার্থক্য করতে পারেন।

৪. আরবি অক্ষরের মধ্যে এই (خ ، ص ، ض غ ، ط ، ق ، ظ.) সাতটি অক্ষরকে ইস্তে'য়ালার অক্ষর বলে। যার উচ্চারণ মোটা স্বরে গোল করে হবে। অনুরূপ (ر) হরফটি যখন ফাতহা (ا) যুক্ত ও যম্মা (ু) যুক্ত হবে তখন তাফখীম তথা মোটা স্বরে গোল করে উচ্চারণ করতে হবে। এগুলোর উচ্চারণ লম্বা ও গোল করে টেনে পড়ার জন্য লম্বা হাইফেন (−) ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাকি অক্ষরগুলোকে লম্বা করে টেনে পড়ার জন্য দীর্ঘ আকার তথা দুই (াা) আকার [এ ধরনের ব্যবহার বাংলা ভাষাই নেই] ও ঈ− কার (ী) এবং উ-কার (ূ) ব্যবহার করা হয়েছে। 'আইন উচ্চারণের জন্য উল্টা কমা (') এবং হামজা উচ্চারণের জন্য কমা (') ব্যবহার করা হয়েছে।

অনুশীলনী

(ক) কাছাকাছি আকৃতির আরবি অক্ষর:

ج	ث	ت	ب
ذ	د	خ	ح
ش	س	ز	ر
ظ	ط	ض	ص
ف	ن	غ	ع
ك	و	ة	ق
ه ههه	ـهـه	م	ل
أ - إ	ء	ى	ي

অনুশীলনী

(খ) নোক্তাযুক্ত অক্ষরসমূহ:

ج	ث	ت/ة	ب
ش	ز	ذ	خ
ف	غ	ظ	ض
	ي	ن	ق
بتـــثـــشجخذ ضظـــغـــفـــقـــنـــيـــزة			

নোট:

১. কিছু অক্ষর এক নোক্তাযুক্ত। আবার কিছু দুই নোক্তা আর কিছু তিন নোক্তাবিশিষ্ট।

২. কিছু অক্ষরের উপরে নোক্তা আবার কিছু অক্ষরের নিচে নোক্তা।

৩. নোক্তা দ্বারাই একই আকৃতির অক্ষরের মাঝে পার্থক্য করা হয়।

৪. নোক্তাবিশিষ্ট অক্ষরগুলোকে "হুরূফে মানকূতাহ্" আর নোক্তামুক্ত অক্ষরসমূহকে "হুরূফে মুহ্মালাহ্" বলা হয়।

৫. (ـة/ـت) তা দু'প্রকার:

(ক) (ـت) "তা" মাফতূহা তথা লম্বা তা। ইহা ওয়াস্ল (মিলিয়ে পড়ার সময়) ও ওয়াক্ফ (থামার সময়) উভয় অবস্থায় ''তা'' উচ্চারিত হবে।

(খ) (ة) “তা” মারবূতা তথা গোল তা। ইহা ওয়াস্ল তথা মিলিয়ে পড়ার সময় (ة) তা পড়তে হবে এবং ওয়াক্ফের সময় হা (ه)। ইহা সর্বদা নাম-বিশেষ্যের শেষে হয়। যেমন: شَـــجَرَةٌ (শাজারাতুন) শব্দটি মিলিয়ে না পড়ে যদি ওয়াক্ফ করা হয় তাহলে তাকে হা করে (শাজারাহ্) পড়তে হবে।

অনুশীলনী

(গ) নোক্তাযুক্ত অক্ষরসমূহ:

غـ	فـ	نـ	بـ
ز	ذ	خـ	جـ
يـ	تـ	ظـ	ضـ
	شـ	ثـ	قـ

অনুশীলনী

(ঘ) নোক্‌তা ছাড়া অক্ষরসমূহ:

ر	د	ح	ا
ع	ط	ص	س
و	م	ل	ك
		ء	ه/ هـــ
احسـصـطــعكلمهــــئـــورد			

অনুশীলনী

(ঙ) খালি ঘর পূরণ করুন:

	ت		ا
	خ		ج
س	ز		ذ
ط		ص	
ف		ع	
	ل		ق
	ه/هـهـه		ن

অনুশীলনী

(চ) নোক্‌তা যুক্ত করুন:

ٮ	ٮ	ٮ	ا
د	ح	ح	ح
س	ر	ر	د
ط	ص	ص	س
ڡ	ع	ع	ط
م	ل	ك	ٯ
ى	ه/ـهـ	و	ں

ٮـٮـحـحـسـصـطـعـڡـٯـٮـدر

অনুশীলনী

(ছ) মাখরাজ তথা উচ্চারণস্থলের তরতিবে আরবি বর্ণমালা:

	ى মাদের ইয়া	ا মাদের আলিফ	و মাদের ওয়াও
ع	ح	ه/هـــ	ءَ ، أَ ، إِ ، أُ স্বরবর্ণযুক্ত
ك	ق	غ	خ
ض	يٍُ স্বরবর্ণযুক্ত	ش	ج
ط	ر	ن	ل
ذ	ظ	ت	د
س	ز	ص	ث
م	ب	وٍُ স্বরবর্ণযুক্ত	ف

অনুশীলনী

(জ) আরবি অক্ষরসমূহ তরতিব সহকারে লিখুন:

অনুশীলনী

(ঝ) এ আয়াতটিতে ২৮টি আরবি ব্যঞ্জনবর্ণ উল্লেখ হয়েছে, চিহ্নিত করে নিচে তরবিব সহকারে লিখুন:

- + *) (' & % # " ! [

9 8 7 6 4 3 2 1 0 / .

F E D C B @ ? > = ; :

O N M L K J I H G

Z Y X W V U T S Q P

[সূরা ফাত্হ: ২৯]٢٩ :الفتح Z] \ [

বাংলা-ইংরেজি প্রতিবর্ণ

অক্ষর	বাংলা	ইংরেজি
أَ، إِ، أُ	আ (া), ই (ি), উ (ু)	**A, I, U**
ب	ব	**B**
ت	ত	**T**
ث	ছ	**Th**
ج	জ	**J, Dh**
ح	হ	**H**
خ	খ	**Kh**
د	দ	**D**
ذ	য	**Dh**
ر	র	**R**
ز	জ্ব	**Z**
س	স	**S**
ش	শ	**Sh**
ص	স্ব	**S**

অক্ষর	বাংলা	ইংরেজি
ض	য	Dh
ط	ত্ব	Tw
ظ	য	Z
ع	‘ (উলটা কমা)	`
غ	গ	Gh
ف	ফ	F
ق	ক্ব	Q
ك	ক	K
ل	ল	L
م	ম	M
ن	ন	N
و	ব	W
ه/هـ	হ	H
ء	’	’
ي	য়	Y

নোট:

আরবি অক্ষরগুলোর অন্য কোন ভাষায় সঠিকভাবে হুবহু উচ্চারণ করা বড় কঠিন কাজ; কারণ আরবি অক্ষরগুলোর মাখরাজ (উচ্চারণস্থলের) সাথে অন্য ভাষার উচ্চারণস্থলের মিল কম। আর কিছু এমনও আছে যার প্রতিবর্ণ নাই।

তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণ শেখার জন্য প্রয়োজন ভাল আলেম বা কারি ও হাফেজ সাহেবদের। ঘরে বসে সঠিক উচ্চারণ শিখার জন্য পাঠ্য বইয়ের সাথে আপনাদের জন্য শিক্ষক হিসাবে উপহার থাকবে মূল্যবান একটি সিডি। সিডির অনুসরণ করলে যে কেউ বাড়িতে বসেবসে আরবি অক্ষরের (আল্লাহ চাহে) বিশুদ্ধ উচ্চারণ শিখতে পারবেন। আর সঠিকভাবে কুরআন তেলাওয়াত করতে পারবেন বলে আমরা আশাবাদী।

অনুশীলনী

স্থানভেদে প্রতিটি অক্ষরের রূপ-আকৃতি:

হরফ	শুরুতে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শেষে	যেমন
ء	أ	أَمَل	ـأ	يَأْتِي	ـلأ	أَمْلأَ
ب	بـ	بَابْ	ـبـ	سَبُّورَةْ	ـب	مُجِيبْ
ت	تـ	تَوْبَةْ	ـتـ	فِتْنَةْ	ـت	بَيْتْ
ث	ثـ	ثَوْبْ	ـثـ	مَنْثُورْ	ـث	ثُلُثْ
ج	جـ	جُنُودْ	ـجـ	يُجِيبْ	ـج	حَجَّ
ح	حـ	حُبْ	ـحـ	نَحْن	ـح	صَحِيحْ
خ	خـ	خُبْزْ	ـخـ	سَخِي	ـخ	مُخْ
د	د	دَعْوَةْ	ـد	بَدْرْ	ـد	جَدِيدْ
ذ	ذ	ذَوْقْ	ـذ	كَذِبْ	ـذ	أَنْقَذَ
ر	ر	رِحْلَةْ	ـر	مَرِيضْ	ـر	مُدِيرْ
ز	ز	زُهُورْ	ـز	عَزِيمْ	ـز	عَزِيزْ
س	سـ	سَبْعَةْ	ـسـ	مُسْلِمْ	ـس	شَمْسْ
ش	شـ	شُعُورْ	ـشـ	بَشِيرْ	ـش	مِشْمِشْ
ص	صـ	صَبَرَ	ـصـ	بَصِيرْ	ـص	لِصْ
ض	ضـ	ضَمِيرْ	ـضـ	غَضِبَ	ـض	بُغْضْ
ط	طـ	طَبُورْ	ـطـ	خَطِيرْ	ـط	قِطْ
ظ	ظـ	ظِلْ	ـظـ	عَظِيمْ	ـظ	حَفِيظْ
ع	عـ	عِيدْ	ـعـ	سَعِيدْ	ـع	مُتَوَاضِعْ

হরফ	শুরুতে	যেমন	মধ্যখানে	যেমন	শেষে	যেমন
غ	غـ	غُـرْفَةْ	ـغـ	يَـغِـيظْ	ـغ	صُبْـغْ
ف	فـ	فُـرُوقْ	ـفـ	صُفُوفْ	ـف	عَفِيـفْ
ق	قـ	قُـرْآنْ	ـقـ	اِسْتَيْقَظَ	ـق	شَقِيـقْ
ك	كـ	كَـفِيلْ	ـكـ	عَلَيْكُـمْ	ـك	رَكِيكْ
ل	لـ	لَـوْنْ	ـلـ	عُـلُـومْ	ـل	جَمِيـلْ
م	مـ	مَـرْحَبًا	ـمـ	فَـمَـنْ	ـم	سَلِيـمْ
ن	نـ	نَـعِيمْ	ـنـ	كُنْـتُمْ	ـن	خَاشِعِينْ
هـ	هـ	هِـلَالْ	ـهـ	شُهُـودْ	ـه	هِجْرَتُـهْ
و	و	وُرُودْ	ـو	يَـوْمْ	ـو	يَدْعُـو
ي	يـ	يُـحْيِي	ـيـ	يَسِـيـرْ	ـى ـي	حَتَّى تَحْتِي

নোট:

ব্যবহারের স্থান ভেদে অক্ষরের আকৃতি ও রূপ পরিবর্তন হয়। একই অক্ষর শব্দের শুরুতে হলে এক রকম। আবার শব্দের মধ্যখানে বা শেষে হলে অন্য রকম। যার ফলে অক্ষর চিনতে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। উক্ত সমস্যা থেকে বাঁচার জন্য উপরে প্রতিটি অক্ষর শব্দের শুরুতে, মধ্যে ও শেষে ব্যবহার করে দেখানো হলো। অক্ষরের বিভিন্ন রূপ সঠিকভাবে জানার জন্য মনে-প্রাণে চেষ্টা করুন।

আরবি স্বরবর্ণ [Vowels]

নাম		আরবি স্বরবর্ণ	বাংলা প্রতি স্বরবর্ণ	ইংরেজি প্রতি স্বরবর্ণ
হারাকাত ক্বসীরাহ [হ্রস্ব স্বরবর্ণ] (Short Vowels)	ফাতহা ক্বসীরাহ	ـَـ	আ = া	A
	কাসরা ক্বসীরাহ	ـِـ	ই = ি	I
	যম্মা ক্বসীরাহ	ـُـ	উ = ু	U
হারাকাত ত্বৰীলাহ [দীর্ঘ স্বরবর্ণ] (Long Vowels)	ফাতহা ত্বৰীলাহ	ا + ـَـ মাদের আলিফ	আআ =াা	aa
	কাসরা ত্বৰীলাহ	ى + ـِـ মাদের ইয়া	ঈ = ী	II
	যম্মা ত্বৰীলাহ	و + ـُـ মাদের ওয়াও	ঊ = ূ	uu

নোট:

মাদের অক্ষর তিনটি: ওয়াও, আলিফ ও ইয়া। এগুলো মাদের অক্ষর হওয়ার জন্য শর্ত ২টি: (১) হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত হওয়া। যদি হারাকাত বা স্বরধ্বনিযুক্ত হয় তবে মাদের অক্ষর হবে না। (২) [ا + ـَـ] আকারের সাথে আলিফ, [ى + ـِـ] ইকারের সাথে ইয়া ও [و + ـُـ] উকারের সাথে ওয়াও হতে হবে। আর যদি ওয়াও এবং ইয়ার পূর্বে ফাতহা (ـَـ) আকার হয় তখন তাকে “লীনের হরফ” বলা হবে।

আরবি স্বরধ্বনি

[Absence of Vowel]

	আওয়াজ	আরবি স্বরধ্বনি	বাংলা প্রতিস্বর	ইংরেজি প্রতিস্বর
তানবীন Tanwiin	ফাতহা তানবীন নূন সাকিন: نْ	ً	আন্	An
	কাসরা তানবীন নূন সাকিন: نْ	ٍ	ইন্	In
	যম্মা তানবীন নূন সাকিন: نْ	ٌ	উন্	un
সুকূন Sukuun		ۥ ^ ْ	হস্ চিহ্ন (্)	
তাশদীদ TaShdiid		ّ	দ্বিত্ব চিহ্ন	

হারাকাত ক্বসীরাহ ও হারাকাত ত্বীলাহ
[হ্রস্ব স্বরবর্ণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ]

আরবিতে হারাকাত তথা স্বরবর্ণ তিনটি:

ফাতহা	কাসরা	যম্মা
ــَـ	ــِـ	ــُـ

এগুলো আবার প্রতিটি দুই প্রকার: ক্বসীরাহ (হ্রস্ব) ও ত্বীলাহ (দীর্ঘ)

হ্রস্ব স্বরবর্ণ (হারাকাত ক্বসীরাহ)		দীর্ঘ স্বরবর্ণ (হারাকাত ত্বীলাহ)	
১	(া) আ-কার (ফাতহা ক্বসীরাহ)	১	(াা) দীর্ঘ আ-কার (ফাতহা ত্বীলাহ)
২	(ি) ই-কার (কাসরা ক্বসীরাহ)	২	(ী) ঈ-কার (কাসরা ত্বীলাহ)
৩	(ু) উ-কার (যম্মা ক্বসীরাহ)	৩	(ূ) ঊ-কার (যম্মা ত্বীলাহ)

হ্রস্ব স্বরবর্ণ তিনটি

প্রথমত: (—َ) (া) আ-কার (ফাতহা ক্বসীরাহ):

"ফাতহা" অর্থ খুলে যাওয়া। ফাতহাকে এ জন্যে ফাতহা বলা হয় যে, এ (—َ া) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোঁট দু'টি সামনের দিকে খুলে যায়। আর "ক্বসীরাহ" অর্থ ছোট বা অদীর্ঘ ও খাট। সুতরাং, "ফাতহা ক্বসীরাহ"-এর অর্থ হলো: যে (—َ া) টি ছোট করে (না টেনে) পড়তে হয়। ইহা বাংলায় আকারের (া) মত উচ্চারিত হবে। ফাতহা যে হরফের উপর হয় তাকে "মাফতূহ" তথা আকারযুক্ত হরফ বলে।

[উর্দু-ফার্সীতে ফাতহাকে জবর বলে। জবর অর্থ উপরে, ইহা হরফের উপরে থাকে বলে জবর বলা হয়।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَتَبَ	কাতাবা	ذَهَبَ	যাহাবা
ضَرَبَ	যারাবা	فَتَحَ	ফাতাহা
أَكَلَ	আকালা	رَجَعَ	রাজা'আ

অনুশীলনী

ফাতহা ক্বসীরাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَرُمَ		أَذِنَ	
فَهِمَ		لَمَعَ	
دَخَلَ		خَرَجَ	

ফাতহা ক্বসীরাহ তথা আ-কার (া)-দ্বারা অনুশীলনী

خَ	حَ	جَ	ثَ	تَ	بَ	أَ
খ-	হা	জা	ছা	তা	বা	আ
صَ	شَ	سَ	زَ	رَ	ذَ	دَ
স্ব-	শা	সা	জ্বা	র-	যা	দা
قَ	فَ	غَ	عَ	ظَ	طَ	ضَ
ক্ব-	ফা	গ-	‘আ	য-	ত্ব-	য-
يَ	هَ	وَ	نَ	مَ	لَ	كَ
ইয়া	হা	ওয়া	না	মা	লা	কা

নোট:

১. ফাতহা (—َ া) যুক্ত হরফকে পড়ার সময় যেন টান লম্বা না হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

২. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা (া) আ-কার (আ) বা (া) আ-কার (বা) তা (া) আ-কার (তা) -------- ইয়া (া) আ-কার (ইয়া)।

দ্বিতীয়তঃ (—) ই-কার (ি) (কাসরা ক্বসীরাহ):

কাসরা অর্থ ভেঙ্গে যাওয়া। কাসরাকে এ জন্যে কাসরা বলা হয় যে, এ (— ি) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে আসে। অতএব "কাসরা ক্বসীরাহ" হলো যে (— ি) টি উচ্চারণের সময় নিচের ঠোঁটটি নিচের দিকে ভেঙ্গে সাধারণভাবে না টেনে পড়তে হয়। ইহা বাংলায় ইকারের (ি) মত উচ্চারিত হবে। অনেকেই এর উচ্চারণ একার (ে)-এর মত করে থাকেন যা বহুল প্রচলিত ভুল। একারের ব্যবহার উর্দু-ফার্সী ভাষাতে থাকলেও আরবিতে নেই। সমস্ত কুরআনের মাত্র একবার সূরা হুদের ৪১ নং আয়াতে (C

মাজরেহ্যা) শব্দটির (ر) টিকে (ে) এ-কার দ্বারা ইমালা করে পড়তে হবে। কাসরা যে হরফের নিচে হয় তাকে "মাকসূর" তথা কাসরাযুক্ত হরফ বলে।

[উর্দু-ফার্সীতে কাসরাকে যের বলে। যের অর্থ নিচে, ইহা হরফের নিচে হয় তাই যের বলা হয়।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
قِدَمْ	কিদাম্‌	عِنَبْ	‘ইনাব্‌
عِوَجْ	‘ইওয়াজ্‌	كِرَمْ	কিরাম্‌
رَكِبَ	রাকিবা	فَهِمَ	ফাহিমা
نَدِمَ	নাদিমা	لَعِبَ	লা‘ইবা

অনুশীলনী

কাসরা ক্বসীরাযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
عَلِمَ		سَعِدَ	
سَمِعَ		مَنْطِقْ	
فَرِحَ		بَخِلَ	

কাসরা ক্বসীরাহ তথা ই-কার (ি)-দ্বারা অনুশীলনী

خِ	حِ	جِ	ثِ	تِ	بِ	إِ
খি	হি	জি	ছি	তি	বি	ই
صِ	شِ	سِ	زِ	رِ	ذِ	دِ
স্বি	শি	সি	জ্বি	রি	যি	দি
قِ	فِ	غِ	عِ	ظِ	طِ	ضِ
ক্বি	ফি	গি	ʼয়ি	যি	ত্বি	যি
يِ	هـِ	وِ	نِ	مِ	لِ	كِ
য়ি	হি	বি	নি	মি	লি	কি

নোট:

১. (ি) কারকে (ে) একার পড়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা (ি) ই-কার (ই) বা (ি) ইকার (বি) তা (ি) ই-কার (তি) ------- ইয়া (ি) ই-কার (য়ি)।

তৃতীয়তঃ (ـــُـــ) উ-কার (ু) (যম্মা ক্বসীরাহ):

যম্মা অর্থ মিলে যাওয়া। যম্মাকে যম্মা এ জন্যে বলা হয় যে, এ (ـــُـــ ু) স্বরবর্ণটি উচ্চারণের সময় ঠোট দু'টি সামনের দিকে গোল হয়ে মিলে যায়।

যে যম্মা না টেনে সাধারণ ভাবে ছোট করে পড়তে হয়। এর উচ্চারণ বাংলায় উকারের (ু) মত হবে। যম্মা যে হরফের উপরে হয় তাকে "মাযমূম" যম্মাযুক্ত হরফ বলে। অনেকেই এর উচ্চারণ ওকার (ে া)-এর মত করে থাকেন। ইহা একটি বড় ধরনের ভুল। উর্দু-ফারসীতে ওকার (ে া)-এর উচ্চারণ থাকলেও আরবিতে এর ব্যবহার নেই।

[উর্দু-ফারসীতে একে পেশ বলে। পেশ অর্থ সামনে, ইহা হরফের সামনে থাকে বলে পেশ বলা হয়।]

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
شَرُفَ	শারুফা	مُحِبْ	মুহিব্
زُفَــرْ	জুফার্	كَرُمْ	কারুম্
قُــلْ	কুল্	حَسُنَ	হাসুনা
قُــمْ	কুম্	صُمْ	স্বুম্

অনুশীলনী

যম্মা ক্বসীরাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
مُذِلٌّ		مُعِزٌّ	
كُلْ		عُمَرُ	
عَظُمَ		ظُلْمٌ	

যম্মা ক্বসীরাহ উ-কার (ُ)-দ্বারা অনুশীলনী

خُ	حُ	جُ	ثُ	تُ	بُ	أُ
খু	হু	জু	ছু	তু	বু	উ
صُ	شُ	سُ	زُ	رُ	ذُ	دُ
স্বু	শু	সু	জু	রু	যু	দু
قُ	فُ	غُ	عُ	ظُ	طُ	ضُ
কু	ফু	গু	‘উ	যু	তু	যু
يُ	هُـــ	وُ	نُ	مُ	لُ	كُ
ইয়ু	হু	বু	নু	মু	লু	কু

নোট:

১. উকার (ُ)কে (ো) ওকার পড়া থেকে সাবধান থাকতে হবে।

২. বানান করে পড়ার নিয়ম হলো: হামজা (ُ) উ, বা (ُ) বু, তা (ُ) তু --------- ইয়া (ُ) ইয়ু।

(া) (ি) ও (ু) দ্বারা এক সাথে অনুশীলনী

خَُِ	حَُِ	جَُِ	ثَُِ	تَُِ	بَُِ	أَُِ
صَُِ	شَُِ	سَُِ	زَُِ	رَُِ	ذَُِ	دَُِ
قَُِ	فَُِ	غَُِ	عَُِ	ظَُِ	طَُِ	ضَُِ
يَُِ	هَُِ	وَُِ	نَُِ	مَُِ	لَُِ	كَُِ

নোট:

১. বানান করার নিয়ম হলো: হামজা (া) আ-কার আ, হামজা (ি) ই-কার ই, হামজা (ু) উ-কার উ = আ ই উ, বা বি বু, তা তি তু ---ইয়া ইয়ি ইয়ু।

২. এভাবে বারবার পড়লে কুরআন পড়ার জন্য সহজ হবে।

দীর্ঘ স্বরবর্ণ তিনটি

১. (ا + ـَــ) দীর্ঘ আকার (াা) (ফাতহা ত্বীলাহ্):

"ত্বীলাহ" অর্থ লম্বা বা দীর্ঘ। ফাতহা কৃসীরাকে একটু দীর্ঘ করে টেনে পড়াই হলো "ফাতহা ত্বীলাহ" তথা দীর্ঘ আকার। বাংলায় দীর্ঘ আকার (াা) এভাবে হতে পারে, এ ধরনের ব্যবহার বাংলা ভাষায় নেই। এর জন্য শর্ত হলো: "মাফতূহ" তথা ফাতহাযুক্ত হরফের পরে মাদের আলিফ হতে হবে। "মাদের আলিফ" হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত আলিফকে বলে। আরবি কুরআনে কোন কোন স্থানে অক্ষরের উপর ফাতহার সাথে একটি ছোট আলিফ লিখা হয়। ফাতহা ত্বীলাহ দীর্ঘ আকারের (াা)-এর ন্যায় উচ্চারিত হবে। ইহা দুই হারাকাত তথা এক আলিফ বরাবর টেনে পড়তে হবে। [উর্দু ও ফার্সী ছাপা কুরআনে দীর্ঘ আকারের জন্য শুধু খাড়া যবর ব্যবহার করা হয়।]

[উর্দু-ফার্সীতে কোন কোন স্থানে মাদের আফিলের পরিবর্তে খাড়া যবর ব্যবহার করা হয়। আরবিতে এ ধরনের ব্যবহার নেই।]

নোট: গোল তার সাথে ফাতহা তানবীনের সময় আলিফ যোগ হবে না যেমন: o + কারণ; আলিফ হলে লম্বা তার সাথে সাদৃশ্য হয়ে পড়বে। অনুরূপ হামজার সাথেও আলিফ হবে না যেমন: ^ । কিন্তু যেসব শব্দে হামজার পূর্বে আলিফ নেই এমন কিছু শব্দে কুরআনে হামজার সাথে আলিফ এসেছে। যেমন: شَيْـًٔا W (هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	মব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كَاتِبٌ	কাাতিব্	ذَاهِبٌ	যাাহিব্
#	আররহমাান	%	আস্স্ব–লিহাাত

ফাতহা ত্ববীলাহ–দীর্ঘ আকার (াা)-দ্বারা অনুশীলনী

خَا	حَا	جَا	ثَا	تَا	بَا	ءَا
খ–	হাা	জাা	ছাা	তাা	বাা	আা
صَا	شَا	سَا	زَا	رَا	ذَا	دَا
স্ব–	শাা	সাা	জাা	র–	যাা	দাা
قَا	فَا	غَا	عَا	ظَا	طَا	ضَا
ক্ব–	ফাা	গ–	‘আা	য–	ত্ব–	য–
يَا	هَـــا	وَا	نَا	مَا	لَا	كَا
ইয়াা	হাা	ওয়াা	নাা	মাা	লাা	কাা

নোট:

১. ইস্তি'য়ালার এ (خ ص ض غ ط ق ظ) ৭টি হরফ ও ر-এর দীর্ঘ আকারকে টেনে পড়ার জন্য লম্বা (–) হাইফেন ব্যবহার করা হয়েছে। আর বাকি হরফের জন্য (াা) আকার ব্যবহার করা হয়েছে।

২. বানান করার নিয়ম হলো: হামজা দীর্ঘ (াা) আ-কার আা, বা দীর্ঘ (াা) বাা, তা দীর্ঘ (াা) তাা, ------------- ইয়া দীর্ঘ (াা) ইয়াা।

অনুশীলনী

ফাতহা ত্ববীলাযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
سَلَامْ		إِخْرَاجْ	
مُسَافِرْ		اِبْــتِـسَامْ	
(		أَصْحَابُ	

২. (يْ + ــِـ) ঈ-কার (ী) (কাসরা ত্ববীলাহ):

কাসরা ক্বসীরাকে একটু দীর্ঘ করে টেনে পড়াই হলো “কাসরা ত্ববীলা। এর জন্য শর্ত হলো “মাকসূর” তথা কাসরাযুক্ত হরফের পরে মাদের ইয়া হতে হবে। “মাদের ইয়া” হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ইয়াকে বলে। কাসরা ক্বসীরার উচ্চারণ ঈ (ী) কারের ন্যায় লম্বা করে টেনে হবে। ইহা দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে।

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
رَبِيعٌ	র-বী‘উন্	بَصِيــرٌ	বাসীরুন্
بَخِيلٌ	বাখীলুন্	سَمِيعٌ	সামী‘উন্
سَعِيدٌ	সা‘য়ীদুন্	كَرِيمٌ	কারীমুন্
دَاعِي	দাা‘য়ী	قَاضِي	ক্ব–যী

কাসরা ত্বীলাহ্ তথা ঈ-কার (ী) দ্বারা অনুশীলনী

خِي	حِي	جِي	ثِي	تِي	بِي	ئِي
খী	হী	জী	ছী	তী	বী	ঈ
صِي	شِي	سِي	زِي	رِي	ذِي	دِي
স্বী	শী	সী	জ্বী	রী	যী	দী
قِي	فِي	غِي	عِي	ظِي	طِي	ضِي
ক্বী	ফী	গী	‘য়ী	যী	ত্বী	যী
يِي	هِي	وِي	نِي	مِي	لِي	كِي
ইয়ী	হী	বী	নী	মী	লী	কী

নোট:

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি হলো: হামজা ঈ (ী) কার ঈ, বা ঈ (ী) কার বী, তা ঈ (ী) কার তী,-------------- ইয়া ঈ (ী) ইয়ী। একটু লম্বা করে টেনে পড়বে।

অনুশীলনী

কাসরা ত্ববীলাযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
قَلِيلٌ		فِي	
كَثِيرٌ		لِي	
حَبِيبٌ		قَدِيرٌ	

৩. যম্মা ত্ববীলা: (و + ـــُـ) উ-কার (ু):

যে যম্মা লম্বা করে টেনে পড়া হয় তাকে যম্মা ত্ববীলাহ বলে। এর জন্য শর্ত "মাযমূম" তথা যম্মাযুক্ত হরফের পরে মাদের ওয়াও হতে হবে। "মাদের ওয়াও" হারাকাত (স্বরবর্ণ) ও স্বরধ্বনি মুক্ত ওয়াওকে বলে। যম্মা ত্ববীলাহ উকারের (ু) ন্যায় লম্বা করে টেনে পড়তে হবে। একে দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে।

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
سُوقْ	সূক্	حَافِظُونْ	হাফিযূন্
كَافِرُونْ	কাফিরূন্	قُرُونْ	কুরূন্

যম্মা ত্ববীলাহ উ-কার (ُ)-দ্বারা অনুশীলনী

خُو	حُو	جُو	ثُو	تُو	بُو	أُو
খূ	হূ	জূ	ছূ	তূ	বূ	’উ
صُو	شُو	سُو	زُو	رُو	ذُو	دُو
স্বূ	শূ	সূ	জূ	রূ	যূ	দূ
قُو	فُو	غُو	عُو	ظُو	طُو	ضُو
কূ	ফূ	গূ	‘উ	যূ	তূ	যূ
يُو	هُو	وُو	نُو	مُو	لُو	كُو
ইয়ূ	হূ	বূ	নূ	মূ	লূ	কূ

নোটঃ

১. ওয়াও হরফটি (ি, ী , ু ও ূ) বিশিষ্ট হলে ব ও ভ অক্ষরের মাঝামাঝি উচ্চারিত হবে। আমাদের দেশে অনেকে ভি, ভী, ভু ও ভূ উচ্চারণ করে থাকেন যা ভুলের অন্তর্ভুক্ত।

২. কিছু ছাপা কুরআন মাজীদে মাদের আলিফ, ইয়া ও ওয়াও-এর উপরে সুকূন ব্যবহার করা হয়, যা ব্যাকরণ হিসাবে একটি ভুল।

৩. বানান করে পড়ার নিয়ম হলোঃ হামজা (ُ) উ-কার উ, বা (ُ) উ-কার বূ, তা (ُ) উ-কার তূ, -----------ইয়া (ُ) উ-কার ইয়ূ।

অনুশীলনী

যম্মা ত্বীলাহযুক্ত হরফগুলোর নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يُنْصَرُونْ		يَكْـــتُبُونْ	
تَعْبُدُونْ		يَأْمُرُونْ	

অনুশীলনী

হ্রস্ব [ক্বসীরা] ও দীর্ঘ [ত্বীলা] স্বরবর্ণ চিহ্নিত করে সঠিক উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
كُتِبَ		نُصِرَ		قُـــتِلَ	
i		ءَاتُوْنِى		أُوذِينَا	

স্বরধ্বনি তিনটি

আরবি ভাষায় যেমন স্বরবর্ণ আছে তেমনি আছে ৩টি স্বরধ্বনি। এগুলো স্বরবর্ণের মত ব্যঞ্জনবর্ণকে উচ্চারণ করতে সাহায্য করে।

(এক) সকূন (ْ ˆ ') হস্ চিহ্ন (্)

সুকূন অর্থ স্থির হওয়া ও থেমে যাওয়া। সুকূনকে এ জন্য সুকূন বলা হয় যে, সুকূনযুক্ত হরফ উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে (উচ্চারণস্থলে) আওয়াজ কিছুক্ষণের জন্য থেমে ও স্থির হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষরের মাখরাজে স্থানান্তর না হয়, ততক্ষণ সে অবস্থায় স্থির থাকে। যে হরফের উপর সুকূন হয় সে হরফকে "সাকিন" সুকূনযুক্ত হরফ বলে। যেমন : يَكْــتُبْ শব্দটির 'কাফ' অক্ষরটি সাকিন তথা সুকূনযুক্ত যা উচ্চারণের সময় তার মাখরাজে আওয়াজ স্থির ও থেমে যাবে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরের অক্ষর 'তা' উচ্চারণের জন্য স্থানান্তর না হবে ততক্ষণ সে স্থানেই আওয়াজ স্থির রাখতে হবে। বাংলায় এর উচ্চারণ হস্ তথা হসন্ত (্) চিহ্নের মত হবে।

নোট:

সুকূনের নিজস্ব কোন আওয়াজ নেই তাই সুকূনযুক্ত হরফ তথা সাকিনকে তার পূর্বের হরফের হারাকাত দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে। কিছু বই পত্রে হস্ চিহ্নকে জযম বলে। ইহা একটি ভুল; কারণ জযম বলে আরবি ব্যাকরণের শব্দের শেষে সুকূন হওয়াকে যা সুকূন ছাড়াও হতে পারে। আর স্বরচিহ্নটিকে বলে সুকূন যা শব্দের শেষে ও মাঝে হতে পারে।

উদাহরণ

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يَذْهَبُ	ইয়ায্হাবু	يَكْتُبُونَ	ইয়াক্তুবূনা
يَشْهَدُ	ইয়াশ্হাদু	يَبْلُغُ	ইয়াব্লুগু

অনুশীলনী

সাকিনের নিচে দাগ দিন এবং উচ্চারণ লিখুন:

শব্দ	বাংলা উচ্চারণ	শব্দ	বাংলা উচ্চারণ
يَسْبَحُ		يَضْرِبُ	
يَظْهَرُ		يَمْكُرُ	

সুকূন (ْ) হস (্)-এর আ-কার (া) দ্বারা অনুশীলনী

أَخْ	أَحْ	أَجْ	أَثْ	أَتْ	أَبْ	أَءْ
আখ্	আহ্	আজ্	আছ্	আত্	আব্	আ’
أَصْ	أَشْ	أَسْ	أَزْ	أَرْ	أَذْ	أَدْ
আস্ব্	আশ্	আস্	আজ্	আর্	আয্	আদ্
أَقْ	أَفْ	أَغْ	أَعْ	أَظْ	أَطْ	أَضْ
আক্	আফ্	আগ্	আ‘	আয্	আত্	আয্
أَيْ	أَهْ	أَوْ	أَنْ	أَمْ	أَلْ	أَكْ
আয়্	আহ্	আও্	আন্	আম্	আল্	আক্

নোট:

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি হলো: হামজা আ-কার (া) হামজায় হস্ (্) আস্ , হামজা আ-কার (া) বায়ে হস্ (্) আব্ , হামজা আ-কার (া) তায়ে হস্ (্) আত্ , ---------------- হামজা আ-কার (া) ইয়ায় হস্ (্) আয়্ ।

সুকূন (ْ) হস (ِ) -এর ই-কার (ি) দ্বারা অনুশীলনী

إِخْ	إِحْ	إِجْ	إِثْ	إِتْ	إِبْ	إِءْ
ইখ্	ইহ্	ইজ্	ইছ্	ইত্	ইব্	ই’
إِصْ	إِشْ	إِسْ	إِزْ	إِرْ	إِذْ	إِدْ
ইস্ব	ইশ্	ইস্	ইজ্	ইর্	ইয্	ইদ্
إِقْ	إِفْ	إِغْ	إِعْ	إِظْ	إِطْ	إِضْ
ইক্	ইফ্	ইগ্	ই‘	ইয্	ইত্	ইয্
إِيْ	إِهْ	إِوْ	إِنْ	إِمْ	إِلْ	إِكْ
ইয়্	ইহ্	ইও্	ইন্	ইম্	ইল্	ইক্

নোট:

১. বানান করে পড়ার পদ্ধতি হলো: হামজা ই-কার (ি) হামজায় হস্ (ِ) ই’ , হামজা ই-কার (ি) বায়ে হস্ (ِ) ইব্ , হামজা ই-কার (ি) তায়ে হস্ (ِ) ইত্ , ------------হামজা ই-কার (ি) ইয়ায় হস্ (ِ) ইয়্ ।

সুকূন (ْ) হস (্)-এর উ-কার (ু) দ্বারা অনুশীলনী

أُخْ	أُحْ	أُجْ	أُثْ	أُتْ	أُبْ	أُءْ
উখ্	উহ্	উজ্	উছ্	উত্	উব্	উ’
أُصْ	أُشْ	أُسْ	أُزْ	أُرْ	أُذْ	أُدْ
উস্ব্	উশ্	উস্	উজ্	উর্	উয্	উদ্
أُقْ	أُفْ	أُغْ	أُعْ	أُظْ	أُطْ	أُضْ
উক্	উফ্	উগ্	উ‘	উয্	উত্	উয্
أُيْ	أُهْ	أُوْ	أُنْ	أُمْ	أُلْ	أُكْ
উয়্	উহ্	উও্	উন্	উম্	উল্	উক্

নোট:

(১) আরবি প্রতিটি হরফকে া, ি ও ু দ্বারা একই সঙ্গে বারবার অনুশীলন করুন।

(২) আরবি কুরআনে “হরফে জায়েদ” তথা অতিরিক্ত হরফের উপর গোলবৃত্ত আকারের (۠) এ চিহ্নটি বসানো থাকে। এটাকে ভুল করে সুকূন মনে করবেন না। যেমন: h শব্দের শেষে আলিফের উপরের গোল চিহ্ন এটি সুকূন নয়। আর আরবি কুরআনে স্বরধ্বনি সুকূন চিহ্নটি আরবি অক্ষর (ح)-এর মাথার অংশটুকু ছোট করে লিখা থাকে।

(দুই) তানবীন:

(نْ = ـــٌ ، ـــٍ ، ـــً)

নূনসাকিন তথা সুকূনযুক্ত নূনকে তানবীন বলে। ইহা দুই ফাতহা বা দুই কাসরা অথবা দুই যম্মার আকৃতিতে প্রকাশিত হয়। যে হরফে তানবীন হয় তাকে “মুনাওয়ান” বলে। তানবীনের যেমন আছে আওয়াজ তেমনি আছে আকৃতি ও রূপ।

(ক) তানবীনের আওয়াজ:

বিশেষ্যের শেষে “নূনসাকিন (نْ)” অর্থাৎ সুকূনযুক্ত নূন হয়। যেমন: (أَبٌ) শব্দটির (بِ) বা অক্ষরটি তানবীনযুক্ত। যার উচ্চারণের সময় আওয়াজ (أَبُـــنْ) আবুন্ শেষে নূনসাকিন রয়েছে। নূনসাকিনকে বিলুপ্ত ক'রে তার পরিবর্তে একই প্রকার আরো একটি যম্মা বেশি যোগ করা হয়েছে। অনুরূপ ফাতহার সময় (أَبـــاً)-এর আওয়াজ (أَبَـــنْ) আবান্ এবং কাসরার সময় (أَبٍ)-এর আওয়াজ (أَبِنْ) আবিন্। তিন অবস্থাতেই নূনসাকিন রয়েছে যা আওয়াজে বুঝা যায়।

(খ) তানবীনের আকৃতি ও রূপ:

বিশেষ্যের শেষে একই প্রকার আরো একটি বেশী হারাকাত। অর্থাৎ ফাতহার সঙ্গে আরো একটি ফাতহা ও কাসরার সাথে আরো একটি কাসরা এবং যম্মার সাথে আরো একটি যম্মা মিলানো। দুই ফাতহার তানবীনের সঙ্গে একটি অতিরিক্ত আলিফও যোগ হবে যা ওয়াক্ফের সময় মাদে 'ইওয়ায তথা দুই হারাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে পড়তে হবে। তানবীন দুই ফাতহা দ্বারা হলে উচ্চারণ (আন্) ও দুই কাসরা দ্বারা হলে উচ্চারণ (ইন্) এবং দুই যম্মা দ্বারা হলে উচ্চারণ (উন্) হবে।

উদাহরণ

ফাতহা দ্বারা তানবীন

u t q o n q o j i f

ফাতহা তানবীন (ـً) দ্বারা অনুশীলনী

خًا	حًا	جًا	ثًا	تًا	بًا	ءً
খন্	হান্	জান্	ছান্	তান্	বান্	আন্
صًا	شًا	سًا	زًا	رًا	ذًا	دًا
স্বন্	শান্	সান্	জ্বান্	রন্	যান্	দান্
قًا	فًا	غًا	عًا	ظًا	طًا	ضًا
ক্বন্	ফান্	গন্	‘আন্	যন্	ত্বন্	যন্
يًا	هًا	وًا	نًا	مًا	لًا	كًا
ইয়ান্	হান্	ওয়ান্	নান্	মান্	লান্	কান্

নোট: বাংলায় তানবীনের ব্যবহার ন থাকার কারণে আমরা আরবি নাম গ্রহণ করেছি। বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা ফাতহা তানবীন আন্ , বা ফাতহা তানবীন বান্ , তা ফাতহা তানবীন তান্ ----------------- ইয়া ফাতহা তানবীন ইয়ান্।

উদাহরণ

কাসরা দ্বারা তানবীন

بِضَنِينٍ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ { w u

কাসরা তানবীন (ـــٍ) দ্বারা অনুশীলনী

خٍ	حٍ	جٍ	ثٍ	تٍ	بٍ	إٍ
খিন্	হিন্	জিন্	ছিন্	তিন্	বিন্	ইন্
صٍ	شٍ	سٍ	زٍ	رٍ	ذٍ	دٍ
স্বিন্	শিন্	সিন্	জ্বিন্	রিন্	যিন্	দিন্
قٍ	فٍ	غٍ	عٍ	ظٍ	طٍ	ضٍ
ক্বিন্	ফিন্	গিন্	‘ইন্	যিন্	ত্বিন্	যিন্
يٍ	هٍ	وٍ	نٍ	مٍ	لٍ	كٍ
ইয়ন্	হিন্	বিন্	নিন্	মিন্	লিন্	কিন্

নোটঃ

বানান করার পদ্ধতি হলোঃ হামজা কাসরা তানবীন ইন্ , বা কাসরা তানবীন বিন্ , ------------------ ইয়া কাসরা তানবীন য়িন্ ।

উদাহরণ

যম্মা দ্বারা তানবীন

p o m l i h

যম্মার তানবীন (ـٌـ) দ্বারা অনুশীলনী

خٌ	حٌ	جٌ	ثٌ	تٌ	بٌ	أٌ
খুন্	হুন্	জুন্	ছুন্	তুন্	বুন্	উন্
صٌ	شٌ	سٌ	زٌ	رٌ	ذٌ	دٌ
স্বুন্	শুন্	সুন্	জুন্	রুন্	যুন্	দুন্
قٌ	فٌ	غٌ	عٌ	ظٌ	طٌ	ضٌ
কুন্	ফুন্	গুন্	‘উন্	যুন্	তুন্	যুন্
يٌ	هٌ	وٌ	نٌ	مٌ	لٌ	كٌ
ইয়ুন্	হুন্	বুন্	নুন্	মুন্	লুন্	কুন্

নোট:

১. বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা যম্মা তানবীন উন্ , বা যম্মা তানবীন বুন্ , --------------------------- ইয়া যম্মা তানবীন ইয়ুন্।

২. আমরা ফাতহা তানবীন, কাসরা তানবী ও যম্মা তানবীন বলতেছি তার কারণ হলো: বাংলা ভাষাতে এর প্রতিস্বর নেই। তাই আরবিকে উর্দু ও ফার্সী না বলে হুবহু আরবি বলাই উত্তম।

৩. তানবীনের আওয়াজ শুধুমাত্র "ওয়াস্‌ল" অর্থাৎ মিলিয়ে পড়ার সময় হবে। আর "ওয়াক্‌ফ" অর্থাৎ বিরতির সময় বাদ পড়ে যাবে এবং সুকূন দ্বারা "ওয়াক্‌ফ" করতে হবে। তবে তার আকৃতি ও রূপ বাকি থাকবে। আর যখন ফাতহা তানবীন দ্বারা হবে তখন ফাতহা ত্ববীলা দ্বারা তথা দুই হরাকাত (এক আলিফ) বরাবর টেনে ওয়াক্‌ফ করতে হবে।

(তিন) তাশদীদ (ـــّـ) দ্বিত্ব চিহ্ন

তাশদীদ হলো: অভিন্ন পাশাপাশি দু'টি হরফ। প্রথমটি সাকিন (সুকূনযুক্ত) ও দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক (হারাকাতযুক্ত) এ অবস্থায় প্রথম হরফটিকে দ্বিতীয় হরফের মধ্যে "ইদগাম" তথা প্রবেশ করানো। আর ঐ হরফের উপর তাশদীদ (ّ) এ দ্বিত্ব চিহ্নটি বসানো। ইহা ইদগাম তথা একত্রে মিলানোর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। যেমন: (قَدَّمَ) শব্দটি আসলে ছিল قَـــدْدَمَ এখানে দাল অভিন্ন দু'টি হরফ, যার প্রথমটি সাকিন আর দ্বিতীয়টি মুতাহাররিক। তাই প্রথমটিকে দ্বিতীয়টির মধ্যে ইদগাম তথা প্রবেশ করানো হয়েছে এবং দালের উপর তাশদীদ (দ্বিত্ব চিহ্ন) বসানো হয়েছে। যার ফলে শব্দটি এখন قَدَّمَ হয়েছে। যে হরফের উপর তাশদীদ হয় তাকে "মুশাদ্দাদ" তাশদীদযুক্ত হরফ বলে। তাশদীদযুক্ত অক্ষর দু'বার উচ্চারিত হয়। একবার আগের অক্ষরের হারাকাত দ্বারা আর দ্বিতীয়বার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা।

নোট:

তাশদীদ শব্দের অর্থ কঠিন ও শক্ত। একটি হরফকে দুইবার উচ্চারণ করতে কঠিন লাগে, তাই তাকে তাশদীদ বলা হয়। আর কোন হরফে তাশদীদ হলে পূর্বের হারাকাতকে টান দিয়ে নিয়ে আসে, যার ফলে মাঝের হরফগুলো পড়তে আসে না। "নূন" ও "মীম" অক্ষর তাশদীদযুক্ত হলে গুন্নাহ সহকারে পড়তে হয়। নাকের ভিতর আওয়াজকে বাজিয়ে পড়াকে গুন্নাহ বলে।

উদাহরণ

(ক) আ-কার (া) দ্বারা তাশদীদ

إِنَّ	شَرَّفَ	أَمَّرَ	رَحَّبَ
صَدَّ	مَـــرَّ	تَــقَــدَّمَ	تَوَضَّـــأَ

(খ) দীর্ঘ আ-কার (াা) দ্বারা তাশদীদ

اَلسَّاعِي	قُدَّامْ	عَلاَّمْ	وَهَّابْ
تَرَدَّى	تَزَكَّى	هَمَّازْ	حَلاَّفْ

আ-কার (া) দ্বারা তাশদীদ (ـّ)- এর অনুশীলনী

أَخَّ	أَحَّ	أَجَّ	أَثَّ	أَتَّ	أَبَّ	أَءَّ
আখ্খ-	আহ্হা	আজ্জা	আছ্ছা	আত্তা	আব্বা	আ’আ
أَصَّ	أَشَّ	أَسَّ	أَزَّ	أَرَّ	أَذَّ	أَدَّ
আস্বস্ব-	আশ্শা	আস্সা	আজ্জ্বা	আর্র-	আয্যা	আদ্দা
أَقَّ	أَفَّ	أَغَّ	أَعَّ	أَظَّ	أَطَّ	أَضَّ
আক্ক-	আফ্ফা	আগ্গ-	আ‘‘আ	আয্য-	আত্ত-	আয্য-
أَيَّ	أَهَّ	أَوَّ	أَنَّ	أَمَّ	أَلَّ	أَكَّ
আয়্ইয়া	আহ্হা	**আওওয়া**	আন্না	আম্মা	আল্লা	আক্কা

নোট:

১. বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা (া) আ-কার, হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন =আ’, হামজা (া) আ, (আ’+আ) = আ’আ, হামজা (া) আ-কার বা দ্বিত্ব চিহ্ন =আব্ , বা (া) আ-কার বা, (আব্ + বা)= আব্বা, ------- হামজা (া) আ-কার ইয়া দ্বিত্ব চিহ্ন= আয়্ , ইয়া (া) আ-কার ইয়া, (আয়্ + ইয়া)= আয়্ইয়া ।

অনুশীলনী

নিচের আয়াতগুলোতে আ-কার (ا) ও দীর্ঘ আ-কার (اا)-এর তাশদীদকে চিহ্নিত করুন:

M وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ﴿١٠﴾ هَمَّازٍ ´ µ ¶ ¸ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ﴿١٢﴾ L القلم: ١٠ - ١٢

উদাহরণ

(ক) ই-কার (ি) দ্বারা তাশদীদ

+	#	Z	دُرِّيٌّ
يُدَبِّـــرُ	مَـــيِّتٌ	هَـــيِّنٌ	يُؤَيِّـــدُ

(খ) ঈ-কার (ী) দ্বারা তাশদীদ

!	0	ٱلرِّيحُ	s
جَـــدِّي	إِنِّـــي	عَمِّـــي	مِنِّـــى

নোট: ফাতহার সাথে তাশদীদ সর্বদা অক্ষরের উপরেই লেখা হয়। আর কুরআনে কাসরার সাথে তাশদীদ লেখার সময় কাসরা অক্ষরের

নিচে লেখা হয়। কিন্তু আরবি লেখার সময় কখনো তাশদীদ অক্ষরের উপরে লিখে তারই নিচে কাসরা দেওয়া হয়। এ অবস্থায় কাসরাকে ভুল করে যেন ফাতহা মনে না করা হয় তার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

ই-কার (ি) দ্বারা তাশদীদ (ـِّ)-এর অনুশীলনী

إِخِّ	إِحِّ	إِجِّ	إِثِّ	إِتِّ	إِبِّ	إِءِّ
ইখ্খি	ইহ্হি	ইজ্জি	ইছ্ছি	ইত্তি	ইব্বি	ই'ই
إِصِّ	إِشِّ	إِسِّ	إِزِّ	إِرِّ	إِذِّ	إِدِّ
ইস্বস্বি	ইশ্শি	ইস্সি	ইজ্জ্বি	ইর্রি	ইয্যি	ইদ্দি
إِقِّ	إِفِّ	إِغِّ	إِعِّ	إِظِّ	إِطِّ	إِضِّ
ইক্কি	ইফ্ফি	ইগ্গি	ই'ঈ্য়	ইয্যি	ইত্তি	ইয্যি
إِيِّ	إِهِّ	إِوِّ	إِنِّ	إِمِّ	إِلِّ	إِكِّ
ইইয়ি	ইহ্হি	ইওবি	ইন্নি	ইম্মি	ইল্লি	ইক্কি

নোট: বানান করার পদ্ধতি হলো: হামজা (ি) হামজা দ্বিত্ব চিহ্ন =ই', হামজা (ি) ই-কার ই, (ই'+ই)= ই'ই, হামজা (ি) ই-কার বা দ্বিত্ব চিহ্ন ইব্ , বা (ি) বি, (ইব্+বি)= ইব্বি।

অনুশীলনী

উ-কার ও ঊ-কারের তাশদীদকে চিহ্নিত করুন:

أَصَابَنِي الضَّيْقُ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، فَأَخَذْتُ ابْنَ عَمِّي إِلَى حَدِيقَةِ جَدِّي حَيْثُ جَلَسْنَا نَتَكَلَّمُ بَيْنَ أَشْجَارِ التِّينِ وَالزِّينَةِ، وَنُرَوِّحُ عَنْ أَنْفُسِنَا بِشَيْءٍ مِنَ الشِّعْرِ. حَتَّى إِذَا اعْتَدَلَتِ الرِّيحُ، وَزَالَ هَمِّي عَنِّي رَجَعْنَا إِلَى أَعْمَالِنَا.

উদাহরণ

যম্মা দ্বারা তাশদীদ

(ক) উ-কার ( ) দ্বারা তাশদীদ

يَظُنُّ	Z	[	©
يَرُدُّ	اَلثُّرَيَا	تَحَضُّرٌ	اَلشُّعْلَةُ

(খ) ঊ-কার ( ) দ্বারা তাশদীদ

6	a	~	اَلرُّوحُ
يَمُرُّونَ	يَمُنُّونَ	تَسُرُّونَ	يَصُدُّونَ

উ-কার (ُ) দ্বারা তাশদীদ (ّ)- এর অনুশীলনী

أُخُّ	أُحُّ	أُجُّ	أُثُّ	أُتُّ	أُبُّ	أُءُّ
উখ্খু	উহ্হু	উজ্জু	উছ্ছু	উত্তু	উব্বু	উ'উ
أُصُّ	أُشُّ	أُسُّ	أُزُّ	أُرُّ	أُذُّ	أُدُّ
উস্বসু	উশ্শু	উস্সু	উজ্জু	উর্রু	উয্যু	উদ্দু
أُقُّ	أُفُّ	أُغُّ	أُعُّ	أُظُّ	أُطُّ	أُضُّ
উক্কু	উফ্ফু	উগ্গু	উ''উ	উয্যু	উত্তু	উয্যু
أُيُّ	أُهُّ	أُوُّ	أُنُّ	أُمُّ	أُلُّ	أُكُّ
উইয়ু	উহ্হু	উওবু	উন্নু	উম্মু	উল্লু	উক্কু

নোট:

১. বানান করার পদ্ধতি: হামজা (ُ) উকার, হামজ দ্বিত্ব চিহ্ন উ', হামজা (ُ) উ (উ'+উ)=উ'উ, হামজা (ُ) উকার বা দ্বিত্ব চিহ্ন উব্ , বা (ُ) বু (উব্+বু)= উব্বু,-----------------হামজা (ُ) উকার ইয়া দ্বিত্ব চিহ্ন উই্ ইয়া (ُ) য়ু (উই্+য়ু)=উইয়ু।

অনুশীলনী

উ-কার (ُ) ও ঊ-কা (ٌ)-এর তাশদীদকে চিহ্নিত করুন:

١ . الْعُلُومُ فِي تَقَدُّمٍ، وَالْبِلَادُ فِي تَحَضُّرٍ.

٢ . ذَهَبْتُ إِلَى بِلَادِ النُّوبَةِ، ثُمَّ السُّودَانَ وَالصُّومَالَ.

এক শব্দে একাধিক তাশদীদের ব্যবহার

উদাহরণ

ٱلنَّبِيُّ	ٱلْأُمِّيِّ	ٱلصَّآخَّةُ	~
ذُرِّيَّةٌ	دُرِّيَّة	بَرِّيَّةٌ	بَيَّنَّاهُ

বানান করার পদ্ধতি

একাধিক অক্ষর বিশিষ্ট একটি বড় শব্দকে একবারে উচ্চারণ করা প্রতিটি ভাষায় কঠিন ব্যাপার। তাই একটি শব্দকে খণ্ড খণ্ড করে তার শব্দাংশ (SYLLABLE) জেনে উচ্চারণ করলে সহজ হয়ে যায়।

১. আরবিতে প্রতিটি হারাকাত তথা স্বরবর্ণ এক একটি শব্দাংশ।

২. সাকিন তথা হস্‌যুক্ত হরফকে পূর্বের হারাকাত (স্বরবর্ণ) দ্বারা মিলিয়ে পড়তে হবে।

৩. ফাতহা তানবীন ـً) হলে (আন্), কাসরা তানবীন (ـٍ) হলে (ইন্) এবং যম্মা তানবীন (ـٌ) হলে (উন্) উচ্চারণ হবে।

৪. মুশাদ্দাদ তথা তাশদীদযুক্ত হরফকে একবার পূর্বের স্বরবর্ণ দ্বারা এবং দ্বিতীয়বার তার নিজস্ব হারাকাত দ্বারা পড়তে হবে।

৫. কোন হরফে তাশদীদ হলে পূর্বের হরফের হারাকাত দ্বারা পড়ার সময় মাঝের হরফগুলো পড়তে আসবে না। এর প্রতিটির উদাহরণ ও অনুশীলনী পূর্বে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. ওয়াক্‌ফ (বিরতির)-এর সময় সর্বদা সুকূন তথা হস্‌চিহ্ন দ্বারা করতে হবে। হারাকাত তথা স্বরবর্ণ (ـُ ـِ ـَ) ও তানবীন (ـً ـٍ ـٌ) দ্বারা ওয়াক্‌ফ করা যাবে না।

৭. প্রতিটি ফাতহা (ـَ) কে (া), কাসরা (ـِ)কে (ি) এবং যম্মা (ـُ) কে (ু) উচ্চারণ করতে হবে।

৮. ফাতহার সাথে মাদের আলিফ হলে যেমন: (ا + ـَ) দীর্ঘ (া) আকার, কাসরার সাথে মাদের ইয়া হলে যেমন: (ي + ـِ) দীর্ঘ (ী) কার এবং যম্মার সাথে মাদের ওয়াও হলে যেমন: (و + ـُ) দীর্ঘ (ূ) উচ্চারণ করতে হবে।

৯. গোল তা (ة) ওয়াকফ্ তথা থামার সময় (ـه) হা হয়ে যাবে।

অনুশীলনী

সূরা ফাতিহার প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণ, স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহ্নিত করুন। আর শব্দাংশ জেনে বানান করে বাংলায় সুস্পষ্ট অক্ষরে সঠিক উচ্চারণ লিখুন।

+ *) (' & % $ # " ! [

6 5 4 3 2 1 0 / . - ,

@ ? > = < ; : 9 8 7

الفاتحة: ١ - ٧ Z D C B A

উচ্চারণঃ

বানান করার উদাহরণ

"   !

@ বা (ি) ই-কার সীন হস্ : বিস্ , মীম (ি) ই-কার লাম দ্বিত্ব চিহ্ন: মিল্, লাম (া) আ-কার: লা, হা (ি) ই-কার র দ্বিত্ব চিহ্ন: হির, (বিস্ + মিল্ + লা + হির) = বিস্মিল্লাহির্ ।

@ র (া) আ-কার হা হস্ : রহ্ , মীমে (াা) দীঘ আ-কার: মাা, নূনে (ি) ই-কার র দ্বিত্ব চিহ্ন: নির্ , (রহ্ + মাা + নির)= রহ্মাানির্ ।

@ র (া) আ-কার: র, হা (ী) ঈ-কার: হী, মীম (ি) ই-কার মি, (র + হী + মি)= রহীম্ ।

@ (বিস্মিল্লাহির্ + রহমাানির্ + রহীম্)= বিস্মিল্লাহির্ রহ্মাানির্ রহীম ।

Z 6 5 4 3 2 [

2 ওয়াও (া) আ-কার ইয়া হস্ : ওয়াই, লাম যম্মা তানবীন লাম দ্বিত্ব চিহ্ন: লুল্ , লাম (ি) ই-কার: লি, কাফ (ু) উ-কার লামে দ্বিত্ব চিহ্ন:কুল্ , লাম (ি) ই-কার: লি, (ওয়াই + লুল্ + লি + কুল্ + লি) = ওয়াইলুল্লিকুল্লি

2 হা (ু): হু, মীম (া) আ-কার: মা, জাই (া) আ-কার: জা, তা কাসরা তানবীন লাম দ্বিত্ব চিহ্ন: তিল্ , লাম (ু) উ-কার: লু , মীম (া) আ-কার: মা, জাই (া) আ-কার: জা, তায় কাসরা তানবীন: তিন্, (হু + মা + জা + তিল্ + লু + মা + তিন্)= হুমাজাতিল্লুমাজাহ্

2 (ওয়াইলুল্লিকুল্লি + হুমাজাতিল্লুমাজাহ্)

Z ; : 9 8 7 [

3 আলিফ (া) আ-কার লাম দ্বিত্ব চিহ্ন: আল্ , লাম (া) আ-কার: লা, যাল (ী) ঈ-কার: যী, (আল্ + লা + যী) = আল্লাযী

3 জীম (া) আ-কার: জা, মীম (া) আ-কার: মা, ‘আইন (া) আ-কার: ‘আ, (জা + মা + ‘আ) = জামা‘আ।

3 মীম (াা) দীঘ আ-কার: মাা, লাম ফাতহা তানবীন ওয়াও দ্বিত্ব চিহ্ন: লাওঁ, (মাা + লাওঁ) = মাালাওঁ।

3 ওয়ায় (া) আ-কার: ওয়া, ‘আইন (া) আ-কার দাল দ্বিত্ব চিহ্ন: ‘আদ্, দাল (া) আ-কার: দা, দাল (া) আ-কার: দা, হা (ু) উ-কার: হু , (ওয়া + ‘য়াদ্ + দা + দা + হ্) = ওয়া‘য়াদ্দাদাহ্।

3 (আল্লাযী + জামা‘আ + মাালাওঁ + ওয়া‘য়াদ্দাদাহ্)

Z O N M L [

2 নূন দীর্ঘ আ-কার: নাা, র (ু) উ-কার লাম দ্বিত্ব চিহ্ন: রুল্ , লাম আ-কার: লা, হা (ি) ই-কার লাম হস্ : হিল্ , মীম (ূ) ঊ-কার: মূ , ক্ব-ফ (া) আ-কার: ক্ব-, দাল (া) আ-কার: দা, তা (ু) উ-কার: তু। (নাা + রুল্ + লা + হিল্ + মূ + ক্ব-দাহ্)= নাারুল্লাহিল্ মূক্ব-দাহ্।

নোট:

অনুশীলনের নিয়ম হলো: বারবার প্রথমে ব্যঞ্জনবর্ণ, এরপর স্বরবর্ণ ও স্বরধ্বনি চিহ্নিত করুন। এরপর বানান করে মিলিয়ে পড়ুন।

উল্লেখিত আয়াতগুলোতে সাধারণ ও দীর্ঘ স্বরবর্ণ এবং স্বরধ্বনির সবগুলোর ব্যবহার এসেছে। অনুরূপ সমস্ত কুরআনে অনুসরণ ক’রে বেশি বেশি বানান করলে নতুন পদ্ধতিতে বানান শেখা আল্লাহ চাহে সহজ হয়ে যাবে।

শব্দে আরবি অক্ষরের ব্যবহার

আরবি হরফের সাধারণত চারটি অবস্থা শব্দে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। মাফতূহ (আ-কার যুক্ত) মাকসূর (ই-কার যুক্ত) মাযমূম (উ-কার যুক্ত) ও সাকিন (হস্ যুক্ত)। নিম্নে প্রতিটি হরফকে চারটি অবস্থায় আরবি শব্দে ব্যবহার করে দেখানো হলো।

অবস্থা	হরফ	শব্দ	উচ্চারণ
মাফতূহ	أَ	أَرْنَبْ	আরনাব্
মাকসূর	إِ	إِبْرِيقْ	ইব্রীক্
মাযমূম	أُ	أُذُنْ	উযুন্
সাকিন	أْ	يَأْتِي	ইয়া’তী
মাফতূহ	بَ	بَابْ	বাাব্
মাকসূর	بِ	بِنْتْ	বিন্ত্
মাযমূম	بُ	بُرْتُقَالْ	বুর্তুক্ব-ল
সাকিন	بْ	يَبْدَأْ	ইয়াব্দা’
মাফতূহ	تَ	تَابْ	তাাব্
মাকসূর	تِ	قَتِيلْ	ক্বতীল্
মাযমূম	تُ	مُتُونْ	মুতূন্
সাকিন	تْ	أَتْبَاعْ	আত্বাা‘

মাফতূহ	ثَ	ثَعْلَبْ	ছা‘লাব্
মাকসূর	ثِ	ثِيرَانْ	ছীরাান্
মাযমূম	ثُ	ثُعْبَانْ	ছু‘বাান্
সাকিন	ثْ	عُثْمَانْ	‘উছমাান্
মাফতূহ	جَ	جَـــــمَلْ	জামাল্
মাকসূর	جِ	جِـــــمَالْ	জিমাাল্
মাযমূম	جُ	جُـــــنُوبْ	জুনূব্
সাকিন	جْ	مُجْرِمْ	মুজ্রিম্
মাফতূহ	حَ	حَدِيقَةْ	হাদীক্বহ্
মাকসূর	حِ	حِصَانْ	হিস্ব–ন্
মাযমূম	حُ	حُبُوبْ	হুবূব্
সাকিন	حْ	أَحْبَابْ	আহ্বাাব্
মাফতূহ	خَ	خَطِيرْ	খত্বীর্
মাকসূর	خِ	خِيَارْ	খিয়াার্
মাযমূম	خُ	خُبْزْ	খুব্জ্
সাকিন	خْ	اِخْتِبَارْ	ইখ্তিবাার্

মাফতূহ	دَ	دَجَاجْ	দাজাজ্
মাকসূর	دِ	دِيكْ	দীক্
মাযমূম	دُ	دُبٌّ	দুব্বুন্
সাকিন	دْ	بَدْرٌ	বাদ্রুন্
মাফতূহ	ذَ	ذَيْلٌ	যাইলুন্
মাকসূর	ذِ	ذِرَاعٌ	যিরাা‘উন্
মাযমূম	ذُ	ذُبَابٌ	যুবাাবুন্
সাকিন	ذْ	اذْهَبْ	ইয্হাব্
মাফতূহ	رَ	رَأْسٌ	রা’সুন্
মাকসূর	رِ	رِيَالْ	রিয়াাল্
মাযমূম	رُ	رُمَّانْ	রুম্মাান্
সাকিন	رْ	تَرْتِيبْ	তারতীব্
মাফতূহ	زَ	زَرَافَةْ	জারাাফাহ্
মাকসূর	زِ	زِينَةْ	জীনাহ্
মাযমূম	زُ	زُهُورْ	জুহূর্
সাকিন	زْ	أَزْهَارْ	আজহাার্

মাফতূহ	سَ	سَبُّورَةْ	সাব্বূর-হ্
মাকসূর	سِ	سِبَاقْ	সিবাাক্
মাযমূম	سُ	سُوقْ	সূক্
সাকিন	سْ	مُسْلِمْ	মুসলিম্
মাফতূহ	شَ	شَمْسٌ	সাম্শুন্
মাকসূর	شِ	شِرَاعٌ	শিরাা‘উন্
মাযমূম	شُ	شُرْطِيْ	শুর্ত্বী
সাকিন	شْ	بُشْرَى	বুশ্রাা
মাফতূহ	صَ	صَبَرَ	স্বাবার-
মাকসূর	صِ	صِينْ	স্বীন্
মাযমূম	صُ	صُنْدُوقْ	স্বুন্দূক্
সাকিন	صْ	اصْبِرْ	ইস্‌বির্
মাফতূহ	ضَ	ضَبْ	যব্
মাকসূর	ضِ	ضِرَاسْ	যিরাাস্
মাযমূম	ضُ	ضُبَّاطْ	যুব্বাাত্
সাকিন	ضْ	أَضْمِرْ	আয্‌মির্

মাফতূহ	طَ	طَبِيبْ	ত্বীব্
মাকসূর	طِ	طِفْلٌ	ত্বিফ্লুন্
মাযমূম	طُ	طُيُورْ	তুয়ূর্
সাকিন	طْ	عِطْرٌ	'ইত্‌রুন্
মাফতূহ	ظَ	ظَرْفٌ	যর্‌ফুন্
মাকসূর	ظِ	ظِفْرٌ	যিফ্‌রুন্
মাযমূম	ظُ	ظُرُوفْ	যুরূফ্
সাকিন	ظْ	مَظْهَرْ	মায্‌হার্
মাফতূহ	عَ	عَلَمْ	'আলাম্
মাকসূর	عِ	عِنَبْ	'য়িনাব্
মাযমূম	عُ	عُصْفُورْ	'উস্‌ফূর্
সাকিন	عْ	أَعْمَالْ	আ'মাাল্
মাফতূহ	غَ	غَزَالْ	গজাাল্
মাকসূর	غِ	غِرْبَالْ	গির্‌বাাল্
মাযমূম	غُ	غُصْنٌ	গুস্‌ন্
সাকিন	غْ	طُغْيَانْ	তুগ্‌য়াান্

মাফতূহ	فَ	فَرَاشْ	ফার–শ্
মাকসূর	فِ	غَافِلْ	গ–ফিল্
মাযমূম	فُ	صُفُوفْ	স্বুফূফ্
সাকিন	فْ	غُفْرَانْ	গুফ্রাান্
মাফতূহ	قَ	قَلَمْ	কালাম্
মাকসূর	قِ	قِرْدْ	ক্বির্দুন্
মাযমূম	قُ	قُفْلْ	কুফ্ল্
সাকিন	قْ	وَقْتْ	ওয়াক্ত্
মাফতূহ	كَ	كَرِيمْ	কারীম্
মাকসূর	كِ	كِرَامْ	কির–ম্
মাযমূম	كُ	كُسُوفْ	কুসূফ্
সাকিন	كْ	أَكْمِلْ	আক্মিল্
মাফতূহ	لَ	لَيْمُونْ	লাইমূন্
মাকসূর	لِ	لِسَانْ	লিসাান্
মাযমূম	لُ	لُعْبَةْ	লু‘বাহ্
সাকিন	لْ	كَلْبْ	কাল্ব্

মাফতূহ	مَ	مَوْزْ	মাওজ্
মাকসূর	مِ	مِحْرَابْ	মিহ্‌র-ব্
মাযমূম	مُ	مُوسى	মূসাা
সাকিন	مْ	أَمْوَالْ	আম্‌ওয়াাল্
মাফতূহ	نَ	نَخْلَةْ	নাখ্‌লাহ্
মাকসূর	نِ	نِمْرْ	নিম্‌র্
মাযমূম	نُ	نُجُومْ	নুজূম্
সাকিন	نْ	أَحْسَنْتَ	আহ্‌সান্‌ত্
মাফতূহ	هَـ	هَاتِفْ	হাাতিফ্
মাকসূর	هِـ	هِلَالْ	হিলাাল্
মাযমূম	هُـ	هُدْهُدْ	হুদ্‌হুদ্
সাকিন	هْـ	أَهْلٌ	আহ্‌ল্
মাফতূহ	وَ	وَرْدَةْ	ওয়ার্‌দাহ্
মাকসূর	وِ	وِسَادَةْ	বিসাাদাহ্
মাযমূম	وُ	وُجُوهْ	উজূহ্
সাকিন	وْ	أَوْفَى	আওফাা

মাফতূহ	يَ	يَـــــدْ	ইয়াদ্
মাকসূর	يِ	يَنَايِـــــرْ	ইয়ানাায়িরি
মাযমূম	يُ	يُصَلِّي	ইউস্বল্লী
সাকিন	يْ	خَيْـــــرْ	খইর্

নোট:

- তাশদীদ দ্বারা শব্দের ব্যবহার কম সে জন্য তার ব্যবহার দেখানো হলো না।
- আরবি শব্দের প্রথমে সুকূন দ্বারা পড়া যায় না এবং ওয়াক্ফ তথা বিরতি স্বরবর্ণ বা স্বরধ্বনি দ্বারা করা যাবে না বরং সর্বদা সুকূন দ্বারা করতে হবে।
- শেষের হরফের পূর্বের হরফে সুকূন থাকলে ওয়াক্ফ করার ফলে পাশাপাশি দুইটি সুকূন একত্রিত হয়। আর একই সাথে দুইটি সুকূন উচ্চারণ করা কঠিন। তাই বারবার অনুশীলনের মাধ্যমে আয়ত্ব করতে চেষ্টা করুন।

একই ধরনের দু'টি অক্ষরের সমস্যার সমাধান

অনেক সময় উচ্চারণে একটি অক্ষর অপর অক্ষরের সাথে মিশে যায়; কারণ দু'টি অক্ষরের মাখরাজ (উচ্চারণস্থল) একই বা পাশাপাশি। যেমন: কখনো ع 'আইন অক্ষরটি ء হামজা ও ح হা অক্ষরটি ـهـ হা------ হয়ে যায়। তাই এ পাঠে যে সকল অক্ষরের সাধারণত সমস্যা হয়ে থাকে সেগুলোর বাস্তব কিছু তুলনামূলক অনুশীলনী পেশ করা হল। সঠিক উচ্চারণ শেখার জন্য বারবার অনুশীলন করতে হবে। উদাহরণ ও অনুশীলনগুলো ডান দিক থেকে পড়তে হবে।

নোট:

১. বাচ্চাদেরকে প্রথমে ভুল করেও মাখরাজ পড়াবেন না। বরং তালকীন তথা শুনে শুনে উচ্চারণ করার চেষ্টা এবং বাংলায় দেয়া বানান পদ্ধতি দ্বারা পড়ানোর অভ্যাস করাবেন।

২. শব্দের শুরুতে হামজাহ ওয়াসলী থাকলে তাতে হ্রস্ব স্বরবর্ণ ব্যবহর করা থাকবে না এবং আরবি কুরআনে স্বদ অক্ষরের মাথাটি হামজার উপরে ছোট করে লেখা থাকবে এ সময় তার পড়ার নিয়ম:

@ যদি শব্দের শুরুতে হামজাটি লাম অক্ষরের সাথে থাকে তাহলে সর্বদা আ-কার (া) দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:) &

@ 9 8

@ আর যদি লামের সাথে না হয় তাহলে শব্দের তৃতীয় অক্ষর দেখতে হবে:

(ক) যদি তৃতীয় অক্ষরে আ-কার (া) বা ই-কার (ি) হয় তাহলে উভয় অবস্থায় হামজাটিকে ই-কার (ি) দ্বারা পড়তে হবে। যেমন:

t اَذْهَبْ P 7

(খ) আর যদি তৃতীয় অক্ষরে উ-কার (ু) হয় তাহলে হামজাটিকে উ-কার দ্বারা পড়তে হবে। n µ

নিম্নে বিভিন্ন ধরনের উদাহরণ দেয়া হলো। বারবার ভালকরে অনুশীলন করার চেষ্টা করুন। এর দ্বারা একই ধরনের অক্ষরের মাঝের উচ্চারণের সমস্যা আল্লাহ চাহে তো দূর হয়ে যাবে।

ء،أ - ع

উদাহরণ

ক	عَــــنْ	أَنْ
খ	شَـــاعَ	شَـــاءَ
গ	سَـــعَـــلَ	سَـــأَلَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	أَمَل عَمَل	أَلَق عَــلَق	أَرَق عَرَق
খ	مُتَأَلِّمٌ مُتَعَـــلِّمٌ	رَأَى رَعَى	بَرَاءَةٌ بَرَاعَـــةٌ
গ	قَرَأَ قَرَعَ	بَرَأَ بَرَعَ	ابْتَدَأَ ابْتَدَعَ

ث - س

উদাহরণ

ক	سَاب	ثَاب
খ	سَمِينٌ	ثَمِينٌ
গ	تَكْسِيـــرٌ	تَكْثِيـــرٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	سَرَى	ثَرَى
	ثَلَاثَةٌ	سَلَاسَةٌ
খ	نَسْرٌ	نَثْرٌ
	أَسَاسٌ	أَثَاثٌ
গ	لَبِسَ	لَبِثَ
	حَارِسٌ	حَارِثٌ

ح – هـ

উদাহরণ

ক	هَامِدٌ	حَامِدٌ
খ	نَهَرَ	نَحَرَ
গ	أَشْبَاهٌ	أَشْبَاحٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	هَرَسَ	حَرَسَ
	هَرَمٌ	حَرَمٌ
খ	أَهَلَّ	أَحَلَّ
	سَاهِرٌ	سَاحِرٌ
গ	بَلَهَ	بَلَحَ
	تَاهَ	تَاحَ

ز - ظ

উদাহরণ

ক	ظَلَّ	زَلَّ
খ	مَظَاهِرْ	مَزَاهِرْ
গ	حَافِــظْ	حَافِــزْ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	عَزِيمَةْ عَظِـــيمَةْ	زَهْرٌ ظَهْرٌ
খ	زَنَّ ظَنَّ	حَـــزَّ حَـــظَّ

ط - ت

উদাহরণ

ক	تَابَ	طَابَ
খ	سَتَـــرَ	سَـــطَرَ
গ	رَبَـــتَ	رَبَطَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	طِيـــنْ	طَابِعْ	طَامِرْ
	تِيـــنْ	تَابِعْ	تَامِرْ
খ	فَاطِنْ	قَطَمْ	تَقْطِيرْ
	فَاتِنْ	قَـــتَمْ	تَقْـــتِيرْ
গ	أَمَاطَ	شَطَّ	حَطَّ
	أَمَاتَ	شَتَّ	حَتَّ

ص - س

উদাহরণ

ক	سَـــبَّ	صَـــبَّ
খ	فَـــسَـــدَ	فَـــصَـــدَ
গ	مَـــسَّ	مَـــصَّ
ঘ	قَـــسَّ	قَـــصَّ
ঙ	سَـــيْفٌ	صَـــيْفٌ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	صُـــورَةْ سُـــورَةْ	صَـــفَحَ سَـــفَحَ	صَـــعِيدٌ سَـــعِيدٌ
খ	عَصِيـــرٌ عَسِيـــرٌ	بَصْـــمَةْ بَسْـــمَةْ	يُصَارِعُ يُسَارِعُ
গ	حَرَصَ حَرَسَ	فَرَائِصْ فَرَائِسْ	تَصْرِيحْ تَسْرِيحْ

س - ص

উদাহরণ

ক	شَبَّ	سَـــبَّ
খ	يَشْرِي	يَسْرِي
গ	افْتَرَشَ	افْتَرَسَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	سَطَرَ شَطَرَ	سَالَ شَالَ	سَدِيْدٌ شَدِيْدٌ
খ	مَحْسُوْرٌ مَحْشُوْرٌ	نُسُوْرٌ نُشُوْرٌ	أَسْرَارٌ أَشْرَارٌ
গ	عَرَّسَ عَرَّشَ	رَمْسٌ رَمْشٌ	إِسْرَافٌ إِشْرَافٌ

ق - ك

উদাহরণ

ক	كَفَلَ	قَفَلَ
খ	رَكَدَ	رَقَدَ
গ	سَلَكَ	سَلَقَ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	قَبَس كَـــبَس	قُلْ كُـــلْ
খ	نَقَب نَـــكَب	مَنْقُوبْ مَنْكُوبْ
গ	شَقّ شَكّ	رَقِيقْ رَكِـــيكْ

خ - غ

উদাহরণ

ক	غَاب	خَاب
খ	أَغْبَر	أَخْـــبَر
গ	أَفْرَغ	أَفْرَخ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	غَـــيَّرَ خَـــيَّرَ	خَـــمْسَةْ غَـــمْسَةْ	خَـــلِيلْ غَـــلِيلْ
খ	يَـــغِيبُ يَخِيبُ	أَخْـــرَقَ أَغْـــرَقَ	أَخْـــفَى أَغْـــفَى
গ	سَاخَ سَاغَ	تَفْرِيـــخْ تَفْرِيـــغْ	سَـــبَـــخَ سَـــبَـــقَ

ج - س

উদাহরণ

ক	شَرَحَ	جَرَحَ
খ	يَشْرِي	يَجْرِي
গ	رَشَّ	رَجَّ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	جِمَالْ شِمَالْ	جُمُوحْ شُمُوعْ
খ	يُجَاهِدْ يُشَاهِدْ	مَجْهُودْ مَشْهُودْ
গ	نَهَجَ نَهَشَ	عَرَّجَ عَرَّشَ

د - ض

উদাহরণ

ক	ضَرْبٌ	دَرْبٌ
খ	نَاضِـــرٌ	نَادِرٌ
গ	عَـــضَّ	عَدَّ

অনুশীলনী

নিম্নের শব্দসমূহের বারবার সঠিক উচ্চারণ করুন এবং পাশাপাশি শব্দদ্বয়ের উচ্চারণে পার্থক্য নির্ণয় করুন:

ক	دَلَّ ضَلَّ	دَلاَلْ ضَلاَلْ
খ	رَدَعَ رَضَعَ	نَدَبَ نَضَبَ
গ	قُرُودٌ قُرُوضٌ	فَرْدٌ فَرْضٌ

সমাপ্ত